অক্টোবর মাস
পবিত্র জপমালা রাণীর মাস

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৭ ❖ ৯ - ১৫ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

মা মারীয়ার জীবনে আনন্দ

জপমালা প্রার্থনা আহ্বানের রক্ষা কবচ

কাথলিক স্কুলে প্রধান শিক্ষকদের নেতৃত্বের কৌশল

কীর্তিতে মহীয়ান ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি

২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

মরণসাগর পাড়ে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি ।

প্রয়াত জন গমেজ

জন্ম : ১৪ নভেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার
মৃত্যু : ১০ অক্টোবর, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার

তুমি একদিন সকলকে আনন্দিত করে এসেছিলে এই ধরণীতে। আবার একদিন আমাদের সকলকে রাতের অন্ধকারে শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে। কখন যে ২৫টি বছর পার হয়ে গেল আমাদের মনেই হয় না। তুমি চলে গেছো ঠিকই কিন্তু তোমার চিন্তা-চেতনা, তোমার মতাদর্শ, তোমার কীর্তি ও তোমার পথপ্রদর্শন আমাদের যেমন মনে করিয়ে দেয় তেমনি সমাজে অনেকেই তোমাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং তা চিরদিন স্মরণ করবে।

পরিবারের পক্ষে-

স্ত্রী : কানন গমেজ
মেয়ে : লিপিকা গমেজ
বড় ছেলে : রনি ফ্রান্সিস গমেজ
মেঝ ছেলে : আলফ্রেড গমেজ
ছোট ছেলে : হিউবার্ট গমেজ

গমেজ বাড়ি, শুলপুর ধর্মপল্লী
সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

বিজ্ঞ/২৯০/২২

বিদায়ের দ্বিতীয় বর্ষ

আব্রাহাম গিলবার্ট ফ্রান্সিস
জন্ম: ১ মে, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

"আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে।
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত
সে চলে গেল, বলে গেল না
সে কোথায় গেল ফিরে এলো না..."
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এরিক ফ্রান্সিস
জন্ম: ৪ মার্চ, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

কিছু না বলেই চলে গেলে তোমরা। কোথায় গেলে ফিরে এলে না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পেরিয়ে বছর পূর্ণ হয়ে গেল। এমনি করে চলে যাবে যুগ-যুগান্তর তোমরা কিন্তু ফিরবেনা কোন দিন। কিন্তু যে ফুল ফুটিয়ে গেছ, তোমাদের কর্তব্যনিষ্ঠা, দূরদর্শিতা, ভাল কাজগুলির মধ্যদিয়ে এ সবই আমাদের চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। তোমাদের রেখে যাওয়া সব কিছু আছে আগের মতই। ওসবের মাঝে তোমাদের উপস্থিতি অনেক বেশী উপলব্ধি করি। আশীর্বাদ করো তোমাদের আদর্শ অনুসরণ করে তোমাদের সন্তানেরা, নাতী-নাতনীরা যেন তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।
পরম পিতার কাছে আমাদের একান্ত প্রার্থনা, তিনি যেন তোমাদের অনন্ত শান্তিতে বিশ্রামদান করেন।

তোমাদেরই
শোকার্ত
ফ্রান্সিস পরিবার

বিজ্ঞ/২৯১/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ৩৭
৯ - ১৫ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২৪ - ৩০ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

জপমালা প্রার্থনা

অক্টোবর মাস মা মারীয়ার মাস, জপমালার মাস। এ মাসে মাতামণ্ডলী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, যেন আমরা জপমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে কুমারী মারীয়ার প্রতি বিশেষ ভক্তি ভালোবাসা প্রকাশ করি। প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবারে রোজারিমালা প্রার্থনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবনে মালা প্রার্থনা হতে পারে আধ্যাত্মিক শক্তি। দৈনন্দিন জীবনে, কাজের সময়, বিপদে, সমস্যায় মা মারীয়ার কাছে আশ্রয় খুঁজি। মা আমাদের প্রার্থনা শোনেন যদি আমরা সর্বান্তকরণে বিশ্বাসপূর্ণ ভাবে মাকে ডাকি। তিনি আমাদের শর্তহীন ভাবে সহায়তা দান করেন। মালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে মনের কালিমা দূর হয়। মনে অনুতাপ আসে, ক্ষমার স্পৃহা জাগে, ফলে মিলনে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ হয়।

প্রতিদিন মালা প্রার্থনা শেষে একে অন্যকে প্রণাম করে, আশীর্বাদ দান করেন। এতে পরিবারে শান্তি আসে, শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হওয়ার মধ্যদিয়ে সুখী পরিবার গড়ে ওঠে। মালা প্রার্থনার শক্তি অত্যন্ত কার্যকর। মালা প্রার্থনার ফলে জীবনের হতাশা, নিরাশা, শোক-সংকট দূরীভূত হয়। মা ছাড়া পরিবার যেমন অসহায়, তেমনি মা মারীয়া বিহীন আমাদের জীবনে শান্তি আসতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত সংকটে মা মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে এমনি উদাহরণ প্রচুর রয়েছে।

মণ্ডলীতে মা মারীয়া ঈশ্বরের অমূল্য উপহার। তিনি তার জীবনে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট অন্তরে গেথে রেখে ঐশ পরিকল্পনা সম্পন্ন করেছেন। মা মারীয়া তার আত্মনিবেদনের মধ্যদিয়েই আমাদের সকলের মা হয়েছেন। তিনি যিশুর মা, বিপদতারিনী মা, স্বর্গোন্নীতা মা। মা মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করে কেউ ব্যর্থ হননি। তাকে যদি সর্বান্তকরণে ডাকি তিনি অবশ্যই আমাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। কারণ তিনি সাহায্যকারিনী মা। তাই তিনি বারবার দেখা দিয়ে জপমালা তুলে দেন যেন আমরা বিশ্বাসে সমস্ত সংকটে মালা প্রার্থনা করি। মারীয়া সারাজীবন শুধু কষ্টই করেছেন শোকে সন্তাপে সর্বস্ব হারিয়ে। নিজ পুত্রকে আমাদের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন আমাদের শান্তির জন্য, প্রতিপালনের জন্য। যেন আমরাও মায়ের আঁচল তলে জীবন যাপন করে একদিন তার সাথে মিলিত হতে পারি পরম সুখের রাজ্যে। মায়ের মাধ্যমেই ঈশ্বর আমাদের বিপদ হতে রক্ষা করেন। তাই সম্মিলিত ভাবে পরিবারে প্রতিদিন আমরা যেন মালা প্রার্থনা করি। মালা প্রার্থনার মধ্যদিয়েই আমরা খ্রিস্টযিশুর সমগ্র জীবন ধ্যান করি।

এখনকার বাস্তবতা বড়ই দুঃখজনক। অধিক সংখ্যক পরিবারেই দৈনন্দিন মালা প্রার্থনা হয় না। শুধু বৃদ্ধ আর শিশুরা ছাড়া অন্যদের শুধুই ব্যস্ততা ভিন্ন সংস্কৃতির দিকে। মায়েদের ব্যস্ততা নানা সুস্বাদু খানা-পিনা নিয়ে, পরিণত যারা তাদের ব্যস্ততা মিডিয়া নিয়ে। এ অবস্থায় কেউ কারও শাসন মানে না। ফলে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে। এভাবেই পরিবারে ভাঙ্গণ আর সন্তানদের অধপতন ঘটে। গুরুজনদের আদেশ অমান্য করে সবাই যেন ছুটে যাচ্ছে নরকের দিকে। রক্ষাকারিণী মা একাকিনী কাঁদেন বসে নিরালায়। তিনি চান তাঁর স্নেহের আশ্রয়ে আগলে রাখতে। আমাদের তাই মা ডাকেন বারবার, নিজে দেখা দেন, নির্দেশ দেন তবু আমরা তাকে অমান্য করি, তাকে কষ্টে আঘাতে জর্জরিত করি। যারা মা হয়েছেন তারা বুঝতে পারেন সংসারে স্বামী অথবা সন্তানের অধপতন হলে মনে কী নিদারুণ কষ্ট লাগে। তাহলে বিশ্বের লক্ষ-কোটি মানুষের প্রার্থনাহীন জীবন দেখে মা মারীয়া কতই না চোখের জলে ভাসেন।

জপমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আমরা জীবনের দিক নির্দেশনা পেতে পারি। এর এমনই শক্তি যে, আমাদের পাপ কর্ম থেকে দূরে থাকতে মন পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মালা প্রার্থনার ফলে আমরা মা-মারীয়া, প্রভুযিশু ও পিতা পরমেশ্বরের একান্ত সান্নিধ্যে আসতে পারি।

আসুন আমরা নতুনভাবে সুস্থ জীবনের পথে ধাবিত হই। মা মারীয়ার কাছে নিত্য দিন প্রার্থনা করি। নিজেদের মা মারীয়ার চরণ তলে উৎসর্গ করি প্রার্থনায়, আত্মসমর্পণে। তবেই আমাদের জীবন আনন্দময় ছন্দে মধুময় ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে ঈশ্বরের কৃপা-আশিসে। জয় জয় মা কুমারী।

তখন তিনি সামারীয় লোকটিকে বললেন: "এবার উঠে পড় আর যাও: তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ ক'রে তুলেছে।" ***(লুক : ১৭:১৯)***

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

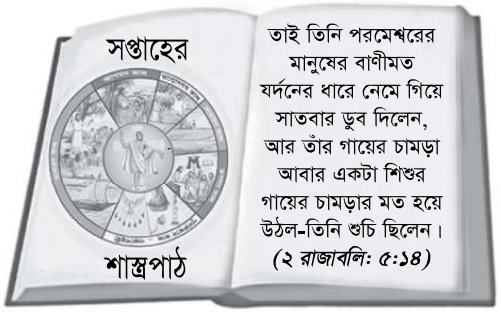

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৯ - ১৫ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৯ অক্টোবর, রবিবার
২ রাজা ৫: ১৪-১৭, সাম ৯৮: ১-৪, ২ তিম ২: ৮-১৩, লুক ১৭: ১১-১৯

১০ অক্টোবর, সোমবার
গালা ৪: ২২-২৪, ২৬-২৭, ৩১--৫: ১, সাম ১১৩: ১-৭, লুক ১১: ২৯-৩২

১১ অক্টোবর, মঙ্গলবার
সাধু পোপ এয়োবিংশ যোহন
গালা ৫: ১-৬, সাম ১১৯: ৪১, ৪৩-৪৫, ৪৭-৪৮, লুক ১১: ৩৭-৪১

১২ অক্টোবর, বুধবার
গালা ৫: ১৮-২৫, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১১: ৪২-৪৬

১৩ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
এফে ১: ১-১০, সাম ৯৮: ১-৬, লুক ১১: ৪৭-৫৪

১৪ অক্টোবর, শুক্রবার
সাধু প্রথম কালিস্তুস, পোপ ও সাক্ষ্যমর
এফে ১: ১১-১৪, সাম ৩৩: ১-২, ৪৫, ১২-১৩, লুক ১২: ১-৭

১৫ অক্টোবর, শনিবার
আভিলার সাধ্বী তেরেজা, চিরকুমারী ও আচার্য, *স্মরণদিবস*
এফে ১: ১৫-২৩, সাম ৮: ১-৬, লুক ১২: ৮-১২
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
রোমীয় ৮: ২২-২৭, সাম ১৯: ৮-১১, (বিকল্প ২৭: ১, ৪-৫, ৮-৯, ১১), যোহন ১৫: ১-৮ (বিকল্প: লুক ৬: ৪৩-৪৫)

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৯ অক্টোবর, রবিবার
+ ১৯৮৩ ব্রাদার দামিয়ান ডি ডেল সিএসসি

১১ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ১৯৭৩ সিস্টার এম জর্জ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ সিস্টার মেরী সেলিন এমসি
+ ১৯৯৬ মাদার লুই, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৯৮ ফা. আলবিনো মিক্লাউচিস্ এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ মাদার লুইজা পেন্নাতি এসসি (ঢাকা)

১৩ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ২০১৪ সিস্টার ফ্রান্সিসকা রোজারিও এসসি (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি (ঢাকা)

১৪ অক্টোবর, শুক্রবার
+ ১৯৭৪ মন্সিনিয়র ইসিদোর দ্যা কস্তা (ঢাকা)
+ ১৯৭৪ ফাদার ভালেরিয়ানো কব্বে এস এক্স (খুলনা)

১৫ অক্টোবর, শনিবার
+ ১৯৪৫ সিস্টার জেভিয়ার এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

দীক্ষাস্নাতদের মনপরিবর্তন

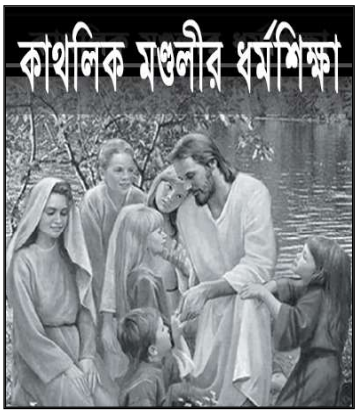

১৪৩০: মনপরিবর্তন ও অনুতাপের প্রতি যীশুর আহ্বানের লক্ষ্য তাঁর পূর্ববর্তী প্রবক্তাদের মত প্রথমতঃ বাহ্যিক ক্রিয়া, যথা "চটবস্ত্র পরিধান ও ভস্ম মাখা", উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধন, প্রভৃতি নয়, কিন্তু লক্ষ্য হল হৃদয়ের পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ছাড়া, এরূপ প্রায়শ্চিত্ত নিষ্ফল ও মিথ্যা; তথাপি অভ্যন্তরীণ মনপরিবর্তন দৃশ্যমান চিহ্ন, অঙ্গভঙ্গি ও প্রায়শ্চিত্তমূলক কাজের দাবি রাখে।

১৪৩১: অভ্যন্তরীণ অনুতাপ হল আমাদের গোটা জীবনের মৌলিক দিকপরিবর্তন, প্রত্যাবর্তন, সর্বান্তকরণে ঈশ্বরের দিকে ফেরা, পাপের পরিসমাপ্তি, এবং আমাদের কৃত পাপের প্রতি ভর্ৎসনা সহকারে মন্দতা থেকে ফিরে আসা। একই সময়ে এই অনুতাপের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ঈশ্বরের দয়া ও তাঁর অনুগ্রহের সহায়তায় আস্থা রেখে জীবন পরিবর্তনের বাসনা ও সঙ্কল্প। অন্তরের এই পরিবর্তনের সঙ্গে ত্রাণদায়ী দুঃখ-ব্যথা জড়িত, যাকে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ আত্মার দুঃখ (animi cruciatus) ও হৃদয়ের অনুতাপ (compunctio cordis) আখ্যা দান করেন।

১৪৩২: মানুষের হৃদয় ভারাক্রান্ত ও কঠিন। ঈশ্বর মানুষকে অবশ্যই নতুন হৃদয় দেবেন। মনপরিবর্তন হল প্রথমতঃ ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাজ যিনি আমাদের হৃদয়কে তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেন: "তোমার কাছে আমাদের ফিরিয়ে আন, প্রভু; তবেই আমরা আসব ফিরে"। নতুনভাবে শুরু করার জন্য ঈশ্বর আমাদের শক্তি দেন। ঈশ্বর আমাদের শক্তি দেন। ঈশ্বরের ভালবাসার মহানুভবতা আবিষ্কারে আমাদের হৃদয় পাপের ভয়াবহতা ও ভারে কেঁপে ওঠে এবং তখন ঈশ্বরকে পাপ দ্বারা অসন্তুষ্ট করার জন্য ও তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য আমরা ভয় পেতে শুরু করি। আমাদের পাপ যাঁকে বিদীর্ণ করেছে, তাঁর দিকে তাকিয়ে মানুষের অন্তর পরিবর্তিত হয়। এসো, খ্রীষ্টের রক্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি এবং উপলব্ধি করি, তাঁর পিতার কাছে তা কত মূল্যবান, কারণ আমাদের মুক্তির জন্য এই রক্ত পাতিত হয়, যা সমস্ত জগতে অনুতাপের অনুগ্রহ এনে দিয়েছে।

১৪৩৩: পুনরুত্থানের দিন থেকে, পবিত্র আত্মা প্রমাণ করেছেন যে, "পাপের ব্যাপারে সংসার ভ্রান্ত, "অর্থাৎ তিনি প্রমাণ করেন যে, জগৎ তাঁকে বিশ্বাস করেনি যাঁকে পরমপিতা পাঠিয়েছেন। কিন্তু এই একই পরম আত্মা যিনি পাপের বীভৎসতা প্রকাশ করেন, যিনিই সান্ত্বনাদাতা, তিনি মানুষের হৃদয়ে অনুতাপ ও মনপরিবর্তনের জন্য কৃপা দেন।

ভুল সংশোধন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৩৪ সংখ্যায় ০৮ নম্বর পৃষ্ঠার ৩৫ নম্বর লাইনে পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ এর স্থলে **পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ** হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

- সম্পাদক

মা মারীয়ার জীবনে আনন্দ

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

১. ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ মাত্রই বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন সত্তা যে ভাল-মন্দ বুঝতে ও যাচাই-বাছাই করতে পারে। মানুষের জীবন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ স্বরূপ যেখানে দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্ট-বেদনা আছে। অন্যদিকে আছে আনন্দ-সন্তুষ্টি ও কৃপা-আশীর্বাদ। ঈশ্বরের দেয়া মানব জীবন নানা আশীর্বাদ ও কৃপায় পূর্ণ। তাই জীবনের গতি ও পথ আনন্দের, বেঁচে থাকার এবং প্রত্যাশা ও সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

২. মানুষের জীবনের তিনটি পরম সত্য বা বাস্তবতা হলো: 'মা বা মাতা, মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা'। মানুষ বেড়ে ওঠে ও পূর্ণতা লাভ করে মায়ের আশ্রয়ে, মায়ের ভালবাসায় এবং মায়ের স্নেহ যত্ন ও শাসনে। মায়ের অস্তিত্বের মধ্যে প্রতিটি মানুষ বেঁচে থাকে এবং জীবন লাভ করে। তাই মায়ের অস্তিত্বের ও স্নেহ ভালোবাসার নিবিড় সান্নিধ্যে প্রতিটি মানুষ বেড়ে ওঠে ও জীবনের পূর্ণতা লাভ করে। মায়ের স্নেহময় করস্পর্শে জীবন আনন্দের দোলনায় দোলে এবং সকল দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার লাঘব করে।

৩. কাথলিক মণ্ডলী তথা আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের যাত্রা পথে মা-মারীয়া সর্বদাই বিদ্যমান, সহায়তা দানকারিণী ও কৃপাময়ী মা হিসাবে। খ্রিস্টমণ্ডলী মায়ের ন্যায়ে প্রত্যেকজন ভক্ত বিশ্বাসীকে স্নেহ আশিসদানে পূর্ণ করে। মা-মারীয়া হলেন সহমুক্তিদায়িনী এবং পরিবার জীবনের মাতা বা গৃহের রাণী। মায়ের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি হলো আনন্দে থাকা, নিরাপদ আশ্রয়ে বসবাস করা। মা-মারীয়ার জীবন আনন্দ ও বেদনায় পরিপূর্ণ। মারীয়ার জীবনের আনন্দময় বাস্তবতা হলো ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনাকে তার মধ্যদিয়ে পূর্ণ করেছেন। মারীয়া ঈশ্বরের নিমন্ত্রণ ও পরিকল্পনাকে শুধু হ্যাঁ বলেছেন। নিজেকে 'দাসী' হিসাবে সম্পূর্ণ উজার করে সঁপে দিয়েছেন। মারীয়ার জীবন আনন্দে পূর্ণতা লাভ করেছে তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশের মাধ্যমে 'দেখ, আমি প্রভুর দাসী'। 'দাসী' হওয়া হলো সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিবেদন বা সমর্পণ করা। 'দাসী' হওয়া হলো আনন্দ চিত্তে, সন্তুষ্টি মনে কাজ করে, জীবনকে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় রাখা। মা-মারীয়াকে শোকের সন্তাপ অতিক্রম করে ঐশ আনন্দ অনুভূতি উপলব্ধি করতে হয়েছে। সন্তুষ্টি চিত্তে জীবনযাপন করাই হলো আনন্দে থাকা। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানের সুরে বলেন "পথ চলাতেই, আমার আনন্দ"। ঐশ মহিমা ধ্যান হলো আনন্দময় বাস্তবতায় বাস করা।

৪. মানুষের জীবনে আনন্দ অনুভূতি হলো সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। যা আছে তা নিয়েই আনন্দে কাজ করা এবং ঈশ্বরের কৃপা ও আশীর্বাদের জন্য ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। 'আনন্দ' হলো আত্মিক শক্তি যা জীবনকে প্রাণবন্ত করে এবং প্রত্যাশায় জীবন গড়ার অনুপ্রেরণা দেয়।'আনন্দ' হলো ভালোবাসা, ক্ষমার আদর্শে জীবন যাপন করা তথা ঐশ নির্ভরতায় জীবন যাপন করা। আনন্দময় ছন্দে জীবন মধুময়, প্রাণবন্ত ও কৃপা-আশিসে পরিপূর্ণ।

৫. মা-মারীয়ার আনন্দময় জীবনের পূর্ণ প্রকাশ হলো ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সমর্পণ করা। যিশুর গোটা জীবনের সহযাত্রী হয়ে তিনি আনন্দে জীবন যাপন করেছেন। যুগে যুগে মা-মারীয়া দর্শন দানের মাধ্যমে জগতে, আশা-আনন্দ ও শান্তির বাণী দ্বারা নির্দেশনা দিয়েছেন। নিত্য দিনের জপমালা প্রার্থনা করার মধ্যদিয়ে আমরা শান্তিকামী ও আনন্দ-চিত্তের মানুষ হয়ে উঠি। ব্যক্তি জীবনের সন্তুষ্টি ও ধন্যবাদ-প্রশংসা প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের জীবন আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। জীবনকে ঈশ্বরের পরম দান হিসাবে গ্রহণ করে আনন্দে থাকা কতই না মধুময়! মা-মারীয়ার জীবনাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা আনন্দ চিত্তে সততই বলি "প্রাণ আমার পরমেশ্বরের মহিমা গায়"॥

জপমালা প্রার্থনা আহ্বানের রক্ষা কবচ

দুলেন্দ্র ডানিয়েল গমেজ

"মা" এমনই একটি শব্দ যার মধুরতা মধুর চেয়ে শতগুণ মিষ্টি। আমাদের জাগতিক মায়ের পাশাপাশি রয়েছেন স্বর্গীয় মা, অর্থাৎ মা- মারীয়া। আধ্যাত্মিক অর্থে মা-মারীয়া আমাদের সকলের জননী। জপমালা প্রার্থনায় আমরা মা-মারীয়ার একান্ত সান্নিধ্যে আসি। এই মায়ের কাছে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, মন-প্রাণ ঢেলে কোন আবেদন ও যাচ্না করলে তা বিফল হয় না। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি হলেন রক্ষাকারিণী। তাই মাদার তেরেজা বলেছেন, "মায়ের জপমালা হল আমার নিত্য সঙ্গী।" এমনকি তিনি আমাদের আহ্বান রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। কেননা প্রত্যেকজন মানুষের জীবনাহ্বান রয়েছে। একজন খ্রিস্টবিশ্বসী হিসেবে প্রধানত, আমাদের দুই ধরনের আহ্বান রয়েছে। প্রথমত, পারিবারিক জীবনের আহ্বান এবং দ্বিতীয়ত, ব্রতীয় জীবনের আহ্বান। সাধারণত "আহ্বান" হচ্ছে ডাক বা ঈশ্বরের বিশেষ ডাক। এই আহ্বান আমাদেরকে রক্ষা ও যত্ন করতে হয়। পারিবারিক বা ব্রতীয় জীবনে আহ্বান রক্ষার একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে জপমালা প্রার্থনা। The foundation of our vocation life is prayer. অন্যদিকে ব্রতীয় জীবন হচ্ছে আহ্বানের কেন্দ্র। আর এই জীবনের প্রাণ হচ্ছে প্রার্থনা। স্বয়ং যিশু হলেন আমাদের আহ্বানের আহ্বায়ক বা পরিচালক। আমি বিশ্বাস করি, জপমালা প্রার্থনা আমাদের এই আহ্বানকে প্রাণবন্ত, সজীব ও সতেজ রাখে। কারণ জপমালা প্রার্থনায় আমরা মা-মারীয়া, প্রভু যিশু ও পিতা পরমেশ্বরের একান্ত সান্নিধ্যে আসি। হৃদয়ে যিশুকে ও মা-মারীয়াকে উপলব্ধি করতে পারি। কেননা জপমালা প্রার্থনা মা-মারীয়া কেন্দ্রিক হলেও, মূলত এটা হল খ্রিস্টকেন্দ্রিক প্রার্থনা। এই জন্য সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল বলেছেন,"জপমালা আমার প্রিয় প্রার্থনা।" একজন সেমিনারীয়ান হিসেবে জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ও আহ্বানকে আরো গভীর ভাবে বুঝতে সাহায্য করে এই জপমালা প্রার্থনা। জপমালা আমাদের জীবনের নিশানা ঠিক করে। বিভিন্ন প্রকার প্রলোভন, মন্দতা ও শয়তানের বিরুদ্ধে জয় লাভ করতে জপমালার গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রার্থনায় এমনই শক্তি রয়েছে যে আমাদের পাপ কাজ হতে দূরে থাকতে ও মন পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। Rosary is the most powerful prayer in the world. এ জন্যই সাধু পাদ্রে পিও দিনে ৪০ বার জপমালা প্রার্থনা করতেন। যখন সকল পাপময়তাকে দূর করতে এবং পবিত্রতায় থাকতে জপমালা আমাদেরকে সাহায্য করে তখন আমাদের আহ্বানও সুরক্ষিত থাকে। ব্রতীয় জীবনে আহ্বান রক্ষায় আধ্যাত্মিকতার কোনো বিকল্প নেই। অন্যদিকে মা-মারীয়াকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিক মানুষ হওয়া যায় না। তাই প্রত্যেকদিন আমাদেরকে জপমালা প্রার্থনা করতে হবে। পাখি যেমন ডানা দিয়ে তার শাবকদের আগলে রাখে তেমনি মা-মারীয়া তাঁর স্নেহের ছায়া দিয়ে আমাদেরকে আগলে রাখেন। তাই বলতে চাই, আহ্বান হচ্ছে একটি চারাগাছের মতো; যার নার্সিং দরকার হয়। প্রয়োজন পড়ে ঠিক মতো আলো, বাতাস ও পানির। অর্থাৎ আহ্বানকে সঠিকভাবে বুঝা, যত্ন ও লালন-পালন করা এবং রক্ষা করা প্রয়োজন। আর এগুলো সবই সম্ভব একমাত্র পবিত্র জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে। তাই আসুন আমরা প্রতিদিন পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করি॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
❖ সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

কাথলিক স্কুলে প্রধান শিক্ষকদের নেতৃত্বের কৌশল

ফাদার ড. শংকর ডমিনিক গমেজ

একুশ শতকে কাথলিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তার নেতৃত্বের উপর স্কুলের সাফল্য নির্ভর করে। তিনি স্কুলে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য এবং উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নেতৃত্ব দেন। তিনি মঙ্গলবাণীর মূল্যবোধে উন্নয়ন করার জন্য স্কুলে অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেন এবং সচেতনতা দান করেন। বাংলাদেশে কাথলিক স্কুলগুলির সফলতা প্রধান শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রমাণ করে। প্রধান শিক্ষক বহুধর্মীয় প্রেক্ষাপটের মধ্যেও শিক্ষা, প্রশাসনিক ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে নেতৃত্ব দান করেন। তিনি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুল সংস্কৃতি গড়ে তোলেন এবং পালকীয় সেবাদান, শিক্ষাদান ও নেতৃত্ব দেন।

বাংলাদেশে বহুধর্মীয় প্রেক্ষাপটে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কাথলিক স্কুলে প্রধান শিক্ষকদের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তারা সকল কাথলিক এবং অকাথলিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের যত্ন নেবার জন্য দায়িত্বশীল নেতা। প্রধান শিক্ষকগণ সবার মধ্যে ভাল সম্পর্ক তৈরী করার জন্য নিবেদিত এবং কাথলিক ও অকাথলিক সবাইকে সুন্দরভাবে পড়াশুনা করার জন্য উৎসাহিত করেন। স্কুলগুলি গড়ে তোলার সাথে সাথে প্রধান শিক্ষক স্কুলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নিয়ম-কানুন এবং শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করার জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের অবগত করেন। প্রধান শিক্ষক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

অপর্যাপ্ত সুবিধা, খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা, আর্থ-সামাজিক পরিবেশ এবং বিশ্বায়নের খারাপ প্রভাবের মধ্যে কাথলিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক চ্যালেঞ্জিং কাজগুলি পরিচালনা করেন। স্কুলের সীমিত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও উন্নয়ন কাজ বজায় রাখতে হয়। ফলস্বরূপ, বহু-ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে কাথলিক স্কুলগুলির সমস্যাযুক্ত পরিবেশে প্রধান শিক্ষকদের নেতৃত্বের কৌশল ও শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হয়।

কাথলিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক তাদের নিজস্ব ধর্মীয় সমাজ ও সম্প্রদায় দ্বারা নিযুক্ত করা হয়। ফলস্বরূপ, প্রধান শিক্ষক জবাবদিহিতা এবং তাদের নিয়োগের জন্য স্কুল সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। কাথলিক চার্চ সরকারকে দেখায় যে তারা স্কুলগুলি দক্ষভাবে চালায় কারণ কাথলিক স্কুলগুলির নিবন্ধিত শিক্ষকদের বেতন সরকার কর্তৃক দেওয়া হয়। অতএব, কাথলিক স্কুলগুলিকে সরকারের ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও প্রশাসনের নির্দেশাবলী, নিয়ম এবং প্রবিধান অনুসরণ করতে হয়; একই সময়ে, তাদের কাথলিক স্কুলগুলির ভিশন, মিশন এবং লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে হয়। শিক্ষা ও শেখার প্রক্রিয়াতে শিক্ষার উন্নতির জন্য স্কুলগুলির সংস্কার বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, কাথলিক স্কুলগুলির যোগাযোগ, সাংগঠনিক এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকদের নেতৃত্বের যোগ্যতার অনেক প্রত্যাশা থাকে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্মের আজকের জগতে যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়, সেগুলির মধ্যে বর্তমানকালের উন্নয়নশীল স্কুল নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলি অন্যতম। প্রধান শিক্ষককে পরিবর্তনের মাধ্যমে পুরাতন নেতৃত্বের কৌশলকে যুগোপযোগী করে একুশ শতকের সফলতা অর্জন করতে হয়।

বাংলাদেশে কাথলিক স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকদেরকে বিশ্বায়ন, সেকুলারিজম, প্রথাগত এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে মুখোমুখি হতে হয়। এই সমস্যাগুলো হল চ্যালেঞ্জ, যা কাথলিক চার্চের মূল্যবোধগুলি ধ্বংস করে। কাথলিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্কুল ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন চালাতে হয় এবং সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে নেতৃত্বের কৌশল পরিবর্তন করতে হয়। কাথলিক চার্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কাথলিক স্কুল কর্তৃপক্ষ উভয়ই প্রধান শিক্ষককে দায়িত্ব দেয় যেন তারা বিদ্যালয়টির ভিশন, মিশন এবং লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান রাখে। অতএব, স্কুলে প্রধান শিক্ষকদের নেতৃত্বের দ্বারা সাফল্য আসে। ব্যাস (১৯৯০) নেতৃত্বের কর্মকাণ্ডের কথা বর্ণনা করে বলেন, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির অগ্রগতি প্রধান শিক্ষকদের শিক্ষাগত নেতৃত্বের কৌশলের উপর নির্ভর করে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রধান শিক্ষকদের আলাদাভাবে কাজ করার পরিবর্তে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করা যায় সহজেই এবং তাদের অনুসারীদের অনুপ্রাণিত করে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের সংস্কৃতি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করা যায়। গবেষণায় দেখা যায় যে সামাজিক সংগঠনকে রূপান্তরিত করার জন্য এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের পরিবেশ তৈরির জন্য নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ। কাথলিক স্কুলগুলির প্রধান, নেতৃত্বকে সক্রিয় করার জন্য দেশপ্রেম তৈরি করে, নেতৃত্বের অনুশীলনে আদর্শ মডেল তৈরির দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা গড়ে তোলে এবং বহু-ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে নেতৃত্বের একটি দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

প্রধান শিক্ষক কাথলিক স্কুলের উদ্দেশ্য পূরণ এবং সুনাম অর্জন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ট্রাভিস (২০০১) বলেন, প্রধান শিক্ষক কাথলিক স্কুলে সাফল্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। প্রধান শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব স্কুলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করা। কাথলিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক নৈতিক দর্শনের এবং ক্ষমতার দক্ষ ব্যক্তি। প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা হলো স্কুল বোর্ড পরিচালনা, স্কুল প্রশাসনে উন্নতির জন্য চিহ্নিতকরণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও উদ্দেশ্য কার্যকর করা। প্রধান শিক্ষকেরা ব্যবস্থাপনা, কর্মজীবন উন্নতি, শিক্ষণ এবং শেখা, কর্তৃত্ব এবং যোগাযোগের জন্য বেঞ্চমার্ক। প্রধান শিক্ষক শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, বিপণন, তালিকাভুক্তি ব্যবস্থাপনা এবং সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি নেতৃত্ব অনুশীলন, স্কুল উন্নয়ন এবং ফলাফল ভাল করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বুশ ও জ্যাকসন (২০০২) বলেন, স্কুল কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে প্রধান শিক্ষক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন

প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ফলাফলের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটান (ফিনগান ও স্টুয়ার্ট, ২০০৯)। হলিঙ্গার (২০০৫) ব্যাখ্যা করেন, প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের কৌশল এবং উন্নতি বিকাশ করেন।

প্রধান শিক্ষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের উপর একটি বড় প্রভাব পড়ে। প্রধান শিক্ষক সাংগঠনিক ক্ষমতা নির্মাণে মনোযোগ দেন এবং ইতিবাচকভাবে শিক্ষার্থীদের সাফল্য প্রভাবিত করেন। তিনি স্কুল উন্নয়ন এবং ছাত্রদের সাফল্যের একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

কাথলিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক খিস্টীয় মূল্যবোধ অনুশীলন করেন। তারা তাদের ভিশন, মিশন, এবং স্কুলের নীতিমালাসহ লক্ষ্য পূরণ করেন। বহু-ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে তিনি স্কুলে অনন্য নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলেন। অনন্য নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি হল রূপান্তরমূলক ও সেবামূলক নেতৃত্ব । প্রধান শিক্ষক লক্ষ্য অর্জন করতে শিক্ষাকর্মীদের, পিতা-মাতা, শিক্ষার্থী ও সমাজের সদস্যদের মিলিত করতে সক্ষম হন। তিনি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেন। তিনি স্কুলে প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে নৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গঠনের পাশাপাশি টিমওয়ার্ক এবং উৎসাহ দ্বারা চ্যালেঞ্জিং বিষয়গুলি মোকাবিলা করেন। প্রধান শিক্ষক হিসাবে তিনি তার পদে অভ্যন্তরীণ ও বহির্মুখী সমস্যার সম্মুখীন হন। অভ্যন্তরীণভাবে, প্রধান শিক্ষক যে সমস্ত চ্যালেঞ্জিং বিষয়গুলির সম্মুখীন হন: বিশ্বাস গঠন, সীমিত অর্থ এবং একাডেমিক চাপ। বহির্মুখীভাবে: রাজনীতি, বিশ্বায়ন, বিজ্ঞান এবং তথ্য প্রযুক্তি প্রধান শিক্ষকের কাজ আরও কঠিন করে তোলে। অনেক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও প্রধান শিক্ষক দক্ষতার সাথে তার স্কুল পরিচালনা করেন এবং স্কুলের সাফল্য বয়ে নিয়ে আসেন॥

বিশ্বায়ন ও আমাদের অবস্থান

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

ভূমিকা: সমগ্র বিশ্ব যখন নতুনভাবে সাজ সাজ রব তুলে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পরিপূর্ণ স্বাদ গ্রহণে উদগ্রীব, সে মুহূর্তে যুবাদের চেতনা মূলক যুগ লক্ষণ অনুযায়ী একটি ব্যতিক্রমধর্মী নিবন্ধ লেখার ইচ্ছা থেকেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। কারণ সেই কথিত অমর বাণী স্মরণ করে বলতে হয় সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। সময়ের কাটা ঘুরছে তো অবিরাম ধারায়। সব কিছুর পরিবর্তনই যেন মানব সভ্যতাকে এক নতুন জগতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যার এ পরিবর্তন শুধুমাত্র বাহ্যিক পরিবর্তনই নয়- মানবিক, চারিত্রিক, ঐতিহ্যগত, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, আত্মিক তথা সবকিছুর মধ্যে যেন নতুনের গন্ধ ছড়াচ্ছে। বৈচিত্রময় পৃথিবীতে বিচিত্র ধরনের উদ্ভাবন মানব সভ্যতার নব দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে তুলনায় বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সামগ্রীকভাবে আমাদের অবস্থান কোথায় তা দেখার সময় এসেছে। সাধারণভাবে মানুষের কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধিসহ চিন্তা-ধারার গতিও অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তন আমরা কোন দৃষ্টি নিয়ে এবং কিভাবে গ্রহণ করলে প্রভূত উন্নতি ও লাভ হবে তা-ও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে আর যা হোক, আমরা এখন পর্যন্ত বিশ্বায়ন বিষয় প্রত্যক্ষ করছি মাত্র ততোবেশি সম্পৃক্ত হতে পারিনি সম্পূর্ণভাবে। যাক সেকথা, বিশ্বায়নে আমাদের অবস্থান কোথায় মূলত এ মূলভাবের উপর সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রযুক্তি সুহৃদ পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে সহভাগিতা করছি।

বিশ্বায়নের স্বরূপ বা দিক: লেখার শুরুতে প্রশ্ন জাগে বিশ্বায়ন বলতে কি বুঝায়? সহজ উত্তর সমগ্র বিশ্বের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আমরা বুঝে থাকি। মূলত বস্তুগত এবং মানব জাতির সামগ্রীক কল্যাণ/মঙ্গলকেই আমরা উন্নয়ন বলে আখ্যায়িত করতে পারি। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায়, রিসার্চ, তথ্য প্রযুক্তির অনুসন্ধান করে, উদ্ভাবন শক্তি প্রয়োগ করে জাতির কাছে নতুন কোনো কিছু উপহার দেন তাদেরকে বলি বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞান বিশারদ। তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, বিশ্বে ৮ লক্ষ বৈজ্ঞানিক বিদ্যমান। এরা মূলত বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, রোগ নিরাময়, যুদ্ধাস্ত্র, বিশুদ্ধ পানি, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, যানবাহন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট আরো নানাবিধ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। নিম্নে অত্যাধুনিক ও অভিনব পন্থায় বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যে প্রভাব উন্নত ও ইউরোপ, এশিয়া দেশগুলোর ওপর বর্তাচ্ছে, তার কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করছি।

১। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, শিশুর জিন টেস্ট করে কে বড় হয়ে সমকামি হবে অথবা সন্ত্রাসী হবে তা নির্ণয় করা যায় এবং জিনে থেরাপি প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই ক্ষতিকারক জিনগুলোকে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। পরীক্ষাটি সফল বাস্তবায়ন হলে শিশুদের গঠন প্রক্রিয়া সহজ ও ফলপ্রসূ হবে।

২। **অভিনব উদ্ভাবন:** হৃৎপিণ্ড, কিডনী, হার্ট, লিভার সংযোজনের পর এবার শুরু হয়েছে হাত-পা সংযোজনের পালা। বহু জাতিক সার্জনদের একটি দল সম্প্রতি ফ্রান্সের লিওনের এক হাসপাতালে এক ব্যক্তির কাটা হাতের জায়গায় অন্যের হাত সংয়োজনে সফল হয়েছেন। বিশ্বে হাত সংযোজনের ঘটনা এটাই প্রথম। (তথ্য জনকণ্ঠ ৩০ অক্টোবর'৯৮খ্রিস্টাব্দ)

৩। **জিনে থেরাপি:** জিন থেরাপির প্রয়োগে হার্ট এ্যাটাক রোগীর ব্লক হয়ে যাওয়া ধমণীর আশে-পাশে সূক্ষ সূক্ষ অসংখ্য ন্যাচারাল বাইপাস ধমণী সৃষ্টি করা সম্ভব। দ্বিতীয়টি জিন থেরাপিতে ব্রেষ্ট ক্যান্সার যেমন আগাম শনাক্ত করা যাবে তেমনি প্রতিরোধও করা যাবে।

৪। **মহাকাশে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট:** মহাকাশে প্রথমবারের মতো সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করছে চীন। বৃহৎ এ প্রকল্পটি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে চীন ২০২৮ খ্রিস্টাব্দে এ পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করবে। মহাকাশে চীনের সোলার স্পেস স্টেশন স্থাপনের উদ্দেশ্য- সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ এবং মাইক্রোওয়েভে রূপান্তর করা। ইতোমধ্যেই প্রাথমিক পর্যায়ে সফল পরীক্ষার মধ্যদিয়ে গিয়েছে পুরো বিষয়টি।

৫। **আকাশে ভাসবে বিলাসবহুল হোটেল:** সম্প্রতি 'স্কাইক্রুজ নামে একটি বিমানের নকশা প্রকাশ করা হয়েছে। বিমানটি আকাশে ওড়ার পর কয়েক মাস ভেসে থাকতে পারবে। বিমানে থাকবে বিলাসবহুল হোটেল। হোটেলটিতে ৫,০০০ অতিথি থাকতে পারবেন। বিমানটির আসল নকশা তৈরি করেছিলেন টনি হোমস্টন। সেই নকশার ওপর ভিত্তি করে হাসেম আলঘাইলি নামে এক ব্যক্তি ভবিষ্যতের বিমানের একটি ভিডিও তৈরি করেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে চলার এ উড়জাহাজটিতে থাকবে পরমাণু শক্তি চালিত ২০টি ইঞ্জিন। যাত্রী ওঠানামা, বিমানের যান্ত্রিক সমস্যার দেখাশোনা, সবই হবে মাঝ আকাশে। এতে থাকবে রেস্তোরা, জিম, শপিং মল, সিনেমা হল, এমন কি সুইমিং পুলও।

৬। **কম্পিউটার:** ইতিহাস, তথ্য, হিসাব-নিকাশ, কোন বিষয় প্রিন্ট, শিশুদের জন্য আনন্দায়ক খেলা, কার্টুন ছবি, মহাকাশের বিচিত্র পরিভ্রমণ ইত্যাদি এখন মানুষের নাগালে। তাছাড়া রয়েছে যোগাযোগ মাধ্যম ও ব্যবসা বাণিজ্যে সফলতা অর্জনে ইন্টারনেটের বহুল ব্যবহার। এই কম্পিউটারের মাধ্যমে কতগুলো বিতর্কিত বিষয় সমাধানেরও পন্থা আবিষ্কৃত বা রপ্ত হয়েছে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য তুলে ধরা হল:

(ক) ব্রিটেনের ব্যরল ডিক: *www.thinknatural.com* নামের ওয়েব সাইট খুলেছেন, সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য। শুধু তাই নয়; ব্রিটেনের ডেইলি মেলের *www.charlottestreet.com* থেকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য, বৃদ্ধাদের সমস্যা, অভিভাবকদের অধিকার এবং শপিং বিষয়ক তথ্য জানানো সম্ভব হচ্ছে। সম্প্রতি *www.leme.com* নামের একটি ওয়েব সাইট খুলেছে একটি প্রকাশনা সংস্থা PC গ্রুপ। দাবি করা হচ্ছে এটা হবে বিশ্বের নারীদের জন্য সবচেয়ে কার্যকর ওয়েব সাইট। এর মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য ও ঘটনাবলী পাওয়া যাবে। *www.salam.com* নামের আর একটি ওয়েব সাইটে মায়েদের সমস্যা সমাধানের তথ্য দেয়া হয়। নারীদের অধিকার নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টিরকাজ করছে এমন কিছু ওয়েব সাইটও আছে। নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করছে *www.womensaid.org.uk* আবার নারীদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা, বিভিন্ন ইস্যুকে নারীদের সামনে তুলে ধরা ইত্যাদি নিয়েও কাজ করছে। উন্নয়নশীল কোন কোন দেশেও চলছে নারী অধিকার, মানবাধিকার ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা নিয়ে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রচারণা।

(খ) হেলমেট ভিডিও স্ক্রীন: জাপানে সম্প্রতি তৈরি হয়েছে একটি নতুন ধরনের হেলমেট ভিডিও স্ক্রীন। চোখের সাথে চশমার মত এই ভিডিও স্ক্রীনে বহনযোগ্য একটি ছোট্ট রেকর্ড প্লেয়ারের সাহায্যে ভিডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত চিত্র দেখা যায়। হেলমেটের সঙ্গে রয়েছে এয়ার ফোন, যা কানে লাগিয়ে নিলে প্রদর্শিত চিত্রের শব্দও শোনা যাবে। ছোট্ট এবং বহনযোগ্য এই সেটটি নিয়ে যে কোন স্থানে বসে মাথায় হেলমেটটি লাগিয়ে ব্যবহারকারী একটানা চার ঘন্টা পর্যন্ত উপভোগ করতে পারবেন তার পছন্দের আকর্ষণীয় সিনেমা অথবা অন্য কিছু। দুঃখের সুরে বলা যায়- নারীকে এদেশে খাটো করে দেখা হয় বলেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবেও তাদের কর্মক্ষমতাহীন বলেই মনে করা হয়। সুযোগ দিয়ে দেখলে এদেশের নারীও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করতে পারবে। সরকার এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি এখন থেকেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে নারীর মধ্যে সচেতসতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের মত দেশে আসলে পাড়া মহল্লা (*Community*) ভিত্তিক ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত নারীদের জন্যই। এর অর্থ এই নয় যে,

পুরুষ জাতি এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রাথমিকভাবে মধ্যবিত্ত স্তরের শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারলে একটা কর্মশক্তি পাওয়া যাবে। প্রযুক্তি যেভাবে উন্নত হচ্ছে তাতে করে কোনও বাঁধাও আর কদিন পরে থাকবে না। তখন অনেকেই পারবে তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করে উন্নত জীবন ধারায় সামিল হতে। এলক্ষ্যে তখনই শহরে, গ্রামে, স্কুল ভিত্তিক সাইবার সেন্টার গড়ে তোলা যায় কিনা সে সম্ভাবনা যাচাই করে দেখা জরুরী। অবশ্য ইতোমধ্যে নারীরা বিভিন্ন প্রযুক্তির সাথে জড়িত হয়ে পড়ছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদার হিসেবে পরিচয় বহণ করছে।

আমাদের অবস্থানঃ প্রথমে নিজেদের প্রশ্ন করে দেখি বা দেখা উচিত- অতীতে কেমন ছিলাম, বর্তমানে কেমন আছি এবং বিশ্বায়নের জোয়ারে কোথায় কোন পর্যায়ে অবস্থান করব? আর যাহোক, প্রত্যেক ব্যক্তিকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে। বর্তমান সময় হলো জেগে ওঠার উত্তম সময়। প্রতিযোগিতার বিশ্বে কোথায় কি ঘটছে, আরো কি ঘটতে যাচ্ছে এ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে আধুনিক যেসব সুযোগ সুবিধাগুলো রয়েছে তার মধ্যে-দৈনিক খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি মাধ্যমগুলো সদ্ধব্যবহার করতে হবে। অলসভাবে ঘরে বসে থাকার দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে পিছনে পড়ে থাকার যে গ্লানি তা খুবই হতাশার ছাপ ফেলবে। অজ্ঞতা থেকে জন্ম নেয় যতসব সংকীর্ণতা, অসহনশীলতা, অক্ষমতা এবং ক্ষতিকর বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বর্তমান যুগ হচ্ছে প্রতিযোগিতা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার যুগ। আরাম-আয়েশ, আনন্দ-সুখ ও শান্তি লাভের প্রত্যাশা করলে যুগের এবং বিশ্বের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করার কোন বিকল্প নেই। একথা সত্য যে, ব্যক্তি উন্নয়নের জন্য নিজস্ব প্রচেষ্টা, উদ্যোগ এবং সদ্বিচ্ছাশক্তি ছাড়া কোন উপায় নেই। অন্য কারো সাহায্য প্রয়োজন হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজের প্রচেষ্টা ব্যতীত অপরের উপর নির্ভরশীলতা তেমন কোন গঠনমূলক এবং উন্নতিতে সহায়তা করতে পারে বলে আমার মনে হয় না। প্রশ্ন রাখা হয়েছে বর্তমান বিশ্বের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বিশ্বায়নের যে ঝড় বইছে তা আমাদের কর্মক্ষেত্রে, প্রাত্যহিক জীবনে, চিন্তা-চেতনায়, আচার-ব্যবহারে কোন প্রকার স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে কিনা যা আমাদের অবস্থানের কিঞ্চিত হলেও পরিবর্তন ঘটিয়েছে? এবার আসা যাক যুব সমাজের দিকে। যুব সমাজ তাদের জীবন যৌবন এবং পরবর্তী জীবন নিয়ে কে, কি ভাবছে? ছাত্র জীবন সমাপ্ত করে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের পদচারণা হচ্ছে তা তলিয়ে দেখলে অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটন সম্ভব। কোন চূড়ান্ত পরীক্ষার পরে এবং ফল প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত তারা সময় কিভাবে অতিবাহিত করছে? বেশ সংখ্যক অবশ্য পরিবারের গণ্ডি থেকে বের হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ রচনায় নেমে পড়ছে। এটাই কি সব? বিশ্বায়নে আমাদের অবস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করতে নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি বাস্তব বিষয় উপস্থাপন করছি।

১। এক সময় ছিল- 'খ্রিস্টান' শব্দটি শুনলে যোগ্যতা সামান্য কম হলেও অতি সহজে বিশস্ত থাকার জন্য সমাদরের সাথে আত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে নতুন চাকুরীতে যোগদান ও অবসর যাপন পর্যন্ত নির্বিঘ্নে কাজ করে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। অতএব এ থেকে বোঝা যায় আমাদের অবস্থানের সামান্য নেতিবাচক পরিবর্তন এখন পরিলক্ষিত হচ্ছে যা হওয়ার কথা ছিল না। কিছু কর্মক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার ঘাটতি থাকায় চাকুরী হারাতে হয়েছে বা ছাটাই করে দেওয়া হয়েছে।

২। আয়ের অভিনব উপায়- বিশ্বয়ানে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন পদের সৃষ্টি হয়েছে। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনেকেই সে সুযোগ গ্রহণ করেছে। আবার আর্থিক সঙ্গতি যাদের আছে তারা ছোট ব্যবসা, দোকান, কিন্ডার গার্টেন স্কুল না হয় মেরামত কেন্দ্র ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বেঁচে থাকার তাগিদে এবং যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কম বেশি সকলেই কিছু না কিছুর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে। তবে সন্তুষ্টজনক অবস্থানে বা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সংখ্যা ততো বেশি নয়।

৩। স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘ প্রশিক্ষণ- জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা। শিক্ষার কোন শেষ নেই। যে কোন প্রশিক্ষণ ব্যয় বহুল ও কষ্টকর। কিন্তু তাই বলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকলে জীবন চলবে কিভাবে? আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ যত কঠিন হোক না কেন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নাই। আমাদের অবস্থান সে দিক থেকে প্রশ্নের সম্মুখীন।

৪। উন্নত বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার মত ধৃষ্টতা হয়তো আমাদের নেই বা সামর্থের বাহিরে। তথাপি বিভিন্নভাবে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখার মত পন্থা অবলম্বনের প্রচেষ্টা রাখতে দোষের কিছু নেই। আমরা প্রায়শঃ বলে থাকি শিশুরা অনুকরণ প্রিয়, তারা সহজাত প্রবৃত্তিতে দেখে, শুনে এবং হাতে স্পর্শ করে জানার বা শেখার অদম্য বাসনা নিয়ে অভিজ্ঞতা করতে কৃপণতা করে না তাতে যদি শাস্তি, দূর্ঘটনা অথবা অপরাধের স্বীকারও হতে হয়। তাহলে যুবারা কেন একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে ভবিষ্যৎ রচনায় বরং অধিক উৎসাহ, উদ্যম, আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসতে পারছে না?

৫। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুবারা কী ভাবছে এবং কিভাবে অগ্রসর হতে যাচ্ছে? একটি পানিপূর্ণ কূপে কয়েকটি ব্যাঙ মাথা উচ্চু করে বলছে, আমরা কত বুদ্ধিমান এবং কূপটাও কত বড়। তাদের কথা শুনে মনে হয় আসলে তাই তো। কিন্তু তারা যে বোকার মত কথা ও ধারণা পোষণ করে আছে তা বুঝবে কে? জ্ঞানের যেমন সীমা পরিসীমা নেই তদ্রুপ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট ছক বাধা নেই যে কতটুকু পর্যন্ত সীমারেখা টানা যাবে। আধুনিক সমাজের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের খ্রিস্টসমাজের কর্মী, নেতা নেত্রীর সংখ্যা অনেক কম তাতে কারো দ্বিমত নেই। সে সুবাদে দক্ষ নেতা গড়ে তোলা জরুরী প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়।

৬। আমাদের সমাজে এমন ব্যক্তিগণ আছেন যারা বেশ সচ্ছল, অভিজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠিতও বটে। এসব ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে পরামর্শ, সহযোগিতা কামনা করলে হয়তো কারো জীবনে সফলতা আনা সম্ভব হতে পারে। না কাঁদলে মা সন্তানদের বা সন্তানের প্রয়োজনীয়তা যেমন স্বাভাবিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না তদ্রুপ কার কতটুকু সমস্যা এবং সহযোগিতা প্রয়োজন তা জানা না থাকলে সমাধান সম্ভব হয় না। হয়তো কেউ কেউ বলবে মামা-ভাগ্নে না হলে কোন লাভ হয় না। সবক্ষেত্রে কথাটা প্রযোজ্য নয়। একের অধিকবার চেষ্টা করে এক সময়ে কৃতকার্য যে হওয়া যায় এমন নজির অনেক আছে। অতএব কথাটা মন থেকে মুছে ফেলা উচিত।

৭। কথায় আছে-যেমন কর্ম; তেমন ফল। জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো। একবার না পারিলে দেখ শতবার। এ জাতীয় বহু প্রবাদ বাক্য আমাদের জানা আছে, থাকতে পারে। কিন্তু সব কথার এক কথা হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি এবং প্রচেষ্টা যদি দৃঢ়তার ও প্রত্যয়ের সাথে করা যায় তাহল উন্নতি লাভ করা তেমন কঠিন বিষয় নয়। আশা করি এ প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা নিজের/নিজেদের ভালো-মন্দ বিবেচনা করে বিশ্বায়নের বিষয়টি অনুধাবন করে নিজস্ব অবস্থানে দাঁড়াতে এবং শিকড় থেকে শিখরে উন্নীত হতে সক্ষম হবে।

উপসংহারঃ বর্তমান বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তি কৌশল, উন্নতি প্রযুক্তির মাধ্যমে অবকাঠামোগত পরিবর্তন ও উন্নয়ন এ যুগে প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যেদিক নিয়ে আলোচনা হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। যেমন-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, খাদ্য, যোগাযোগ, যানবাহন, রাস্তাঘাট, বিজ্ঞানের স্পর্শ ছাড়া কোন কিছু করাই সম্ভব নয়। কাজের ক্ষেত্রে কাজের গতিধারা, চিন্তা-চেতনা, মানুষের আচার-আচরণ প্রভৃতির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা মাফিক দ্রুতগতিতে পরিবর্তন সাধন করে পৃথিবীকে যেন ছোট করে গড়ে তোলা হচ্ছে। ক্ষতিকারক দিক বাদ দিলেও প্রযুক্তির ব্যবহার অস্বীকার করার কোন বিকল্প নেই। বিজ্ঞানের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে যুব সমাজকে একদিকে উন্নতি এবং এর অপব্যবহারে ধ্বংসের কবলে পড়তে হয়েছে। যেমন-মাদকাসক্তি, অতিমাত্রা টেলিভিশন-ডিশ প্রদর্শন, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আরো প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে না ঝুঁকে মন্দ দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

পিতা-মাতার পূর্ণ সহযোগিতা এবং আন্তরিকতা প্রদর্শন করলে আজকের শিশু, যুবা উঠতি বয়সের সন্তানেরা জ্ঞানাহরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবে যা তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও জীবন গঠনে সহায়ক হবে॥

একজন আদর্শ শিক্ষক

রোজলিমা রোজারিও

সাধারণভাবে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা শিক্ষা প্রদান করেন তারাই শিক্ষক। এভাবে যদি আমরা বলি সেটা শিক্ষক সম্পর্কে সংকীর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। শিক্ষকের কাজ শুধু স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানই নয় বরং তিনি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। একজন আদর্শ শিক্ষক তার আদর্শ সর্বত্র ছড়িয়ে দেয় তার জীবনাচরণ, আচরণ ও কথাবার্তার মাধ্যমে। এজন্য একজন আদর্শ শিক্ষকের অনেক গুণাবলি থাকা প্রয়োজন। তাকে চরিত্রবান, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, স্পষ্টভাষী, মিষ্টভাষী, সময়নিষ্ঠ, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ হতে হয়।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় একজন শিক্ষককে অনেকগুলো ভূমিকা পালন করতে হয়। তাকে একজন সাহায্যকারি, পরিকল্পনাকারি, বন্ধু, পথপ্রদর্শক, মনোবিজ্ঞানী, গবেষক, সমন্বয় সাধনকারি ও অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে হয়।

সাহায্যকারি: পাঠদান চলাকালে ছাত্র-ছাত্রীকে সাহায্যকারি হিসেবে সহায়তা প্রদান করতে হবে। শিক্ষাদান হতে হবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পাঠদানে ব্যবহার করতে হবে। শ্রেণির পড়া শ্রেণিতেই সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য তিনি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করবেন। পাঠের সাথে সম্পৃক্ত উপকরণ ব্যবহার করবেন, খেলা, গল্প, ভিডিও প্রদর্শন, দলীয় কাজ ও দলীয় কাজ উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠদান করবেন। এছাড়া প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন কৌশল সৃষ্টি করবেন পাঠদানের জন্য। আর এ পাঠদান চলাকালে তাকে শিক্ষকের ভূমিকায় না থেকে সাহায্যকারির ভূমিকায় থাকতে হবে।

পরিকল্পনাকারি: একজন আদর্শ শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বেই পরিকল্পনা করতে হবে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে এবং বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে এবং সে অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে হবে। পাঠ পরিকল্পনায় শ্রেণির সবল, মাঝামাঝি, দুর্বল এই ৩ ধরনের শিক্ষার্থীর জন্য ব্যবস্থা থাকতে হবে। ক্লাশরুম ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা থাকতে হবে। ক্লাশের নিয়মশৃঙ্খলা, সিটিং এ্যারেঞ্জমেন্ট, শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত সকল জিনিস ও উপকরণ ক্লাশরুম ম্যানেজমেন্টের সাথে যুক্ত। একটি সফল পাঠদান ক্লাশরুম ম্যানেজমেন্টের ওপর নির্ভরশীল। তাই একজন আদর্শ শিক্ষককে পাঠদান ও ক্লাশরুম ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে সঠিক পরিকল্পনা থাকতে হবে।

বন্ধু: একজন আদর্শ শিক্ষক তার শিক্ষার্থীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবেন। শিক্ষার্থী যেন তার যেকোনো অসুবিধার কথা শিক্ষকের সাথে শেয়ার করতে পারেন সে রকমের পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন। এমনকি কোনো পাঠের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে বুঝতে না পারলে সেটা শিক্ষার্থী নির্ভয়ে যাতে বলতে পারেন সেরকম পরিবেশও শ্রেণিকক্ষে তৈরি করবেন। তাদের মধ্যকার সম্পর্কটা হতে হবে আস্থার ও বিশ্বাসের।

পথপ্রদর্শক: একজন আদর্শ শিক্ষক তার ছাত্র-ছাত্রীকে সঠিক পথ দেখাবেন। তাকে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণে সহায়তা করবেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহের ভিত্তিতে লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করবেন।

মনোবিজ্ঞানী ও গবেষক: একজন আদর্শ শিক্ষককে কখনো কখনো মনোবিজ্ঞানী ও গবেষকের ভূমিকা পালন করতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীর আচরণ ও মনোভাব দেখে বুঝতে হবে তার মধ্যে কী চলছে? পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কারণ উদ্‌ঘাটন করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষকের সহায়তা নিতে হবে। সাধারণত দুর্বল, অমনোযোগী, অনিয়মিত ও নিয়ম পালনে অনীহা প্রকাশে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় এবং যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষাদান পরিচালনা করা যায়। আর শিক্ষার্থীদের সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষাদান করতে হবে যা গবেষণার মাধ্যমে খুঁজে বের করতে হবে। পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যাকগ্রাউণ্ড জানা অত্যাবশ্যক।

নিরাময়কারি: শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের ছাত্র-ছাত্রী থাকে। কেউ হয়ত চোখে কম দেখে, কেউ কানে কম শুনে, কারও হয়ত বিশেষ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে, কেউ হয়ত অসুস্থতাবোধ করছে এগুলো একজন আদর্শ শিক্ষককে নিরুপনের সক্ষমতা থাকতে হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

সমন্বয় সাধনকারী ও অভিভাবক: একজন আদর্শ শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীর কল্যাণার্থে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক এই তিনজনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনজনের সুন্দর সম্পর্কের মাধ্যমেই একজন ছাত্র-ছাত্রীকে সঠিক শিক্ষাদান সম্ভব। তাকে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। একজন শিক্ষক হলেন ছাত্র-ছাত্রীর দ্বিতীয় অভিভাবক। তাই শিক্ষার্থীর মঙ্গলার্থে তিনি অভিভাবকের সাথে সর্বদা সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন।

পরিশেষে বলা যায়, একজন আদর্শ শিক্ষক প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তারই শিক্ষাদানের মাধ্যমে সমাজে ও রাষ্ট্রে নতুন নতুন নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্র সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়॥

শোকার্ত মা মারীয়া

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

হে শোকার্ত মা মারীয়া,
সাধু শিমিয়নের ভবিষ্যদ্বাণী,
পূরণ হলো তোমারই জীবনে।
তাইতো তুমি মিশর দেশে গেলে পালিয়ে,
ঈশ্বর পুত্রকে রক্ষা করতে।
হারিয়ে তোমার একমাত্র পুত্র যিশুকে,
হয়েছো সকল খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের মা।
যিশুর ক্রুশ বহন দর্শনে জুগিয়েছো শক্তি,
ঈশ্বর পুত্রের ক্রুশীয় জীবনে।
পুত্র যিশুর মৃত্যু যন্ত্রণা
তুমি নিয়েছো নিজের জীবনে আপন করে।
যিশুর মৃত্যুদেহ কোলে নিয়ে
সকল মানবের দুঃখ যন্ত্রণা নিজের অন্তরে
ধারণ করে,
নিজের হৃদয়কে বিদীর্ণ করে,
হয়েছো তুমি মানব জাতির মুক্তিকামী
মানুষের মা।
যিশুর সমাধি দেখে,
তোমার মর্মান্তিক শোকার্ত হৃদয়ের গুণে
হয়েছ তুমি আমাদের অন্তর্যামী মা।

কীর্তিতে মহীয়ান ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

পৃথিবীর ইতিহাসে অবিরাম কালের প্রবাহে কিছু কিছু মানুষ এই ধরাধামে আবির্ভূত হন যারা কীর্তিমান, যারা মহীয়ান। আমাদের বাংলাদেশ মণ্ডলীতে তথা সমগ্র বাংলাদেশে ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি এমনি অনন্য একজন মানুষ, যিনি তার অমর কীর্তিতে মহীয়ান। ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানাধীন তৎকালীন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর দড়িপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ম্যাথিও কস্তা ও মাতা এলিজাবেথ পালমার এগারো সন্তানের মধ্যে তিনি হলেন দ্বিতীয়। তার জন্মের পরপরই তাদের পরিবার উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলার চাটমোহর থানাধীন মথুরাপুর ধর্মপল্লীর রাজাদিয়ার গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসতি শুরু করেন। ছোটবেলায় মথুরাপুর সাধ্বী রীটার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময়ই মায়ের অনুপ্রেরণায় প্রতিদিন সকালে খ্রিস্টযাগে যোগ দিতেন এবং বেদীসেবক হতেন। ঐ সময়ে মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে অবস্থানরত যোসেফ টিয়ার্নি নামক একজন আমেরিকান যুবকের মাধ্যমে ফাদার বেঞ্জামিন লাটিন ভাষায় বিভিন্ন প্রার্থনা ও গান শিখেছিলেন। যোসেফ টিয়ার্নি বেদীসেবকদের বেশ আদর করতেন এবং তাদের সঙ্গে রসিকতা ও খেলাধূলা করতেন। এই আমেরিকান যুবকের অনুপ্রেরণায়ই তিনি বান্দুরা হলিক্রস স্কুলে পড়তে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেন। ফাদার বেঞ্জামিন ছোটবেলা থেকেই খুবই মেধাবী ছিলেন। তিনি মথুরাপুর সেন্ট রীটাস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি (১৯৪৯-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ) পড়ার পর, হলিক্রস হাই স্কুল, বান্দুরায় ভর্তি হয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি (১৯৫৩-১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।

এরপর নিজের বাড়ি পাবনার চাটমোহরে ফিরে গিয়ে চাটমোহর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি (১৯৫৫-১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত পড়েন। এখান থেকে সপ্তম শ্রেণি পাশ করার পর তিনি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরা হলিক্রস হাই স্কুল থেকে তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশন এবং ঢাকার নটর ডেম কলেজ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। তিনি পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের নভিশিয়েটে প্রবেশ করেন ১৫ আগস্ট, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে এবং প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন ১৬ আগস্ট, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে (সেক্রেড হার্ট নভিশিয়েট, জর্ডান, মিনোসোটা) এবং বিএ ডিগ্রি লাভ করেন নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ানা, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে। এরপর খ্রীষ্ট রাজার সেমিনারী, করাচী, পাকিস্তান থেকে ঐশতত্ত্বে পড়াশোনা (সেপ্টেম্বর ১৯৬৭-মে ১৯৭১) সমাপ্ত করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী কর্তৃক ৭ জানুয়ারি যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএ

প্রয়াত ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি

এবং জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াশিংটন হতে এশীয় ভাষাতত্ত্বের উপর কোর্স সম্পন্ন করেন ১৯৭৪-১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে।

৭ জানুয়ারি, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পর ঢাকায় ফিরে আসেন এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ ফাদার জিমারম্যান তাকে ফাদার গেডার্টের সহকারী যাজকরূপে কাজ করার জন্য গাজীপুরের নাগরী ধর্মপল্লীতে পাঠিয়ে দেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ফাদার বেঞ্জামিনের কথায় ও কাজে সর্বদা ফুটে উঠতো দেশমাতৃকার প্রতি অগাধ ভালবাসা। যাজকীয় কর্মজীবনের আরম্ভে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নাগরীর সাধু নিকোলাস গির্জায় ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব ধরণের মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং খাদ্য ও চিকিৎসার সংস্থান করেছিলেন। অসহায় ও নিরাশ্রয় মানুষদেরকে নাগরী গির্জায় নিয়ে এসে তিনি একজন পিতার মতোই তাদের আগলে রেখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি সাইকেলে চড়ে নাগরীর এবং পাশের ধর্মপল্লীগুলোর বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে তিনি রোগীদের দেখাশুনা করেছেন। তার পুণ্য হাতের ছোঁয়ায় অসংখ্য মানুষ প্রাণে বেঁচেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর হতে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি ঢাকার নটর ডেম কলেজের ম্যাথিস হাউজে অবস্থিত হলিক্রস সেমিনারীর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে সেমিনারীয়ানদের গঠন দানের পাশাপাশি তিনি নটর ডেম কলেজের প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করেন।

এরপর যুক্তরাষ্ট্র হতে এমএ ডিগ্রি এবং ভাষাতত্ত্বের কোর্স সম্পন্ন করে ফিরে এসে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি নটর ডেম কলেজ, ঢাকায় বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল যখন ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে আসেন তিনি তখন সেই আগমন অনুষ্ঠানের সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত রমনা সেন্ট মেরিস ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত এবং পরে নটর ডেম কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের ভাইস প্রভিন্সিয়াল হিসেবে এবং ১৯৯৮-২০১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন নটর ডেম কলেজের দশম অধ্যক্ষ এবং দ্বিতীয় বাঙালি অধ্যক্ষ। এর পাশাপাশি তিনি ১৯৯৫-২০১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কারিতাস বাংলাদেশ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবেও সেবাকাজ করেছেন। অতপর ২০১৩-২০১৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি নব প্রতিষ্ঠিত নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেই সাথে প্রায় ২০ বছর ধরে তিনি হলিক্রস সেমিনারী, নভিশিয়েট, রমনা ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারীতে শিক্ষাদান করেছেন। তা ছাড়া যুবগঠন কার্যক্রমের কো-অর্ডিনেটর, ওয়াইসিএস, আইএমসিএস, পোস্ট-এসএসসি ও পোস্ট এইচএসসি ছাত্রদের জন্য গঠন কোর্স পরিচালক, নার্সেস গীল্ডের প্রতিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন, বারাকা

মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের সভাপতি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সেবা দিয়েছেন। ফাদার বেঞ্জামিন সুদীর্ঘ সময় বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা কমিশনের সেক্রেটারি এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনা করেন। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলসমূহ ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রেও ফাদার বেঞ্জামিনের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি বিভিন্ন বিদেশি খ্রিস্টান লেখক এবং পোপ মহোদয়ের পালকীয় ও সর্বজনীন পত্রসমূহ বাংলায় অনুবাদ করেছেন। বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীতে খ্রিস্টীয় উপাসনায় সংস্কৃত্যায়ন ও দেশীয়করণের ক্ষেত্রেও ফাদার বেঞ্জামিনের ভূমিকা ছিল অসামান্য। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীতে সত্তর দশক পর্যন্ত ভজন গানের প্রচলন ছিল না। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় ভজন গানের প্রচলন করেন ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি। তিনি ভারতের ব্যাঙ্গালোর থেকে শিখে এসে পরে ঢাকায় শিখিয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ভজনটির কথাগুলো ছিল: "আন্তারা তালা সে বলোরে মানুয়া, খ্রীষ্টম্ শরণম্ গচ্ছামি। সত্যম্ শরণম্ গচ্ছামি, আনন্দম্ শরণম্ গচ্ছামি।" পরে ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা এই ভজনটির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন, "অন্তরতল হতে বলো রে মন আমার, খ্রিস্ট শরণে যাবো আমি। সত্য শরণে যাবো আমি, আনন্দ শরণে যাবো আমি।"

ফাদার বেঞ্জামিন কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন শিক্ষাসেবায়। কলেজে তার অফিস কক্ষে বিভিন্ন কাজে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা সময় ব্যয় করতেন। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন নিবেদিতপ্রাণ মানুষ। তিনি ছাত্রদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। ক্যাম্পাসে কোন ছাত্রের সাথে দেখা হলে তিনি সহাস্যে জিজ্ঞেস করতেন, "কেমন আছ বাবু?" তার কোমল ব্যবহার ও সাদাসিধে জীবন সকলকে দারুণভাবে নাড়া দিত। তিনি সব সময় চেয়েছেন শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করুক, দেশীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠুক। ছাত্ররা তার কাছে একজন অভিভাবকের ছায়া খুঁজে পেতো। তিনি একজন আদর্শবান মানুষ, নীতিতে অটল, মূল্যবোধে আপোসহীন। তিনি একজন প্রকৃত শিক্ষাগুরু; তিনি কথা, কাজ ও জীবনাদর্শ দ্বারা অন্যকে শিক্ষা দিতেন। নটর ডেম কলেজ ক্যাম্পাসে অনেকবার দেখেছি, কোথাও কোন কাগজ বা প্যাকেট পড়ে থাকলে তিনি নিজে তা কুঁড়িয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলতেন। তিনি নিজ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তার রচিত 'সন্ন্যাসব্রতীর শিক্ষাসেবা' নামক বইটিতে লিখেছেন, "নটর ডেম কলেজ একটি পরিবারের মত। এখানে যারা বাস করে বা কাজ করে তারা সবাই নিজেকে নটর ডেম পরিবারের সদস্য হিসেবে ভাবতেই বেশি পছন্দ করে। কলেজের প্রশাসন, শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রবৃন্দ, অফিস স্টাফ এবং অন্যান্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজেকে নটর ডেম পরিবারের সদস্য হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। তার কারণ, এখানে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং সংশ্লিষ্ট সবাই সেই সম্পর্ক সযত্নে লালন করার ব্যাপারে যত্নশীল।" তিনি তার এ পারিবারিক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ঢাকা শহরের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে।

আজ আমাদের দেশের কলেজগুলোতে মোট এ+ প্রাপ্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থান নির্ধারণ শুরু হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে নটর ডেম কলেজ বরাবরই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে থাকে। অথচ একবার নটর ডেম কলেজকে টপকে অন্য একটি কলেজ প্রথম স্থান লাভ করে। তখন একটি টেলিভিশন চ্যানেলের একজন সাংবাদিক অধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিনকে প্রশ্ন করেছিলেন, "প্রতিবারের ন্যায় এ বছর তো নটর ডেম কলেজ প্রথম হল না। তাই এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?" তিনি অকপটে সাবলীলভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, "প্রথম হয়ে ছাত্র যদি বাটপার হয়, তবে সেই শিক্ষার কি কোন মূল্য আছে? আমরা প্রথম হওয়ার জন্য কলেজ পরিচালনা করি না, কলেজ পরিচালনা করি ছাত্রদের মানুষের মতো মানুষ করতে, সঠিক মূল্যবোধে জীবন গড়তে সাহায্য করতে।" কাউন্সিলিংয়ের উপর তার কোন প্রফেশনাল ডিগ্রি ছিল না বটে, কিন্তু অনেক বড় বড় মানুষ তার কাছে আসতেন নানা সমস্যায় পরামর্শ নিতে। কী জানতেন না তিনি? যেকোন বিষয়েই তার দখল সত্যিই অবাক করার মত। তার এত জ্ঞান, এত প্রজ্ঞা, অথচ কী বিনম্র একটা মানুষ! তিনি তার স্বরূপে ছিলেন একজন অকপট অভিভাবক। ফাদার বেঞ্জামিন বহু প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের নীতি নির্ধারণ কিংবা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত যে কোন পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে আসতেন। আবার কোন প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার আইনী বা নীতিমালাগত ঝামেলায় পড়লে তার শরণাপন্ন হতেন।

এতে অনেক সময় তিনি নিজেই নিজের সমস্ত কাজ ফেলে সাহায্যার্থীকে সাথে নিয়ে চলে যেতেন শিক্ষামন্ত্রণালয়ে। এভাবে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে তার বেশ হৃদ্যতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সরকারী ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের অনেক উচ্চ পর্যায়ের বহু ব্যক্তির সাথেও তার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। শিক্ষকতার সুদীর্ঘ জীবনে তিনি বহুসংখ্যক ছাত্রদের ব্যক্তিগতভবে চিনতেন। এদের অনেকেই এখন দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে এবং দেশের বাইরে অনেকে উচ্চপদে কর্মরত আছেন। কলেজ ক্যাম্পাস ছেড়ে যাওয়ার পরও স্মৃতিকাতর হয়ে এবং পিতৃতুল্য ফাদার বেঞ্জামিনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত লাভের জন্য অনেক ছাত্রই তার কাছে ছুটে আসতেন। তারা ফাদারের সাথে কথা বলতেন, নানা পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনা সহভাগিতা করতেন। তিনি কোন রাজনৈতিক দল বা সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের কেউ না হয়েও যে সমগ্র বাংলাদেশে এতটা পরিচিত ছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর!

২০১১-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছয়টি বছর ফাদার বেঞ্জামিনকে খুব কাছ থেকে দেখার ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ আমার হয়েছিল। ২০১১-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিলাম নটর ডেম কলেজের মার্টিন হলে। উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর ২০১৩-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নটর ডেম কলেজ ক্যাম্পাসেই অবস্থিত খ্রিস্ট দর্শন সেমিনারীতে ছিলাম বিএ ডিগ্রি পড়া অবস্থায়। সেমিনারী জীবনের এই চারটি বছর তিনি আমার আধ্যাত্মিক পরিচালক ছিলেন, ছিলেন ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা। বলা বাহুল্য, ফাদার বেঞ্জামিনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি কথাই ছিল অনন্য ঘটনা সম্বলিত ও আকর্ষণীয়। তার কিছু কিছু কথা আজো হৃদয় ও কর্ণ-গহ্বরে সাড়া জাগায়; যেমন- "কীটপতঙ্গের মত খেয়ে-দেয়ে বিদায় নেয়ার জন্য আমরা কি এই পৃথিবীতে এসেছি? আমরা আমাদের দেশের ও দশের জন্য কি করছি, ভবিষ্যতের জন্য কি রেখে যাচ্ছি? আমরা যেন বৃক্ষের মত হয়ে ফুল, ফল ও অক্সিজেন দিয়ে সেবা করে যেতে পারি। আমাদের প্রত্যেককে খাঁটি মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে হবে। পরস্পরের সহযাত্রী হয়ে আবিষ্কার করতে হবে জীবনের রস।" "আমাদের সবারই নির্দিষ্ট শিকড় আছে, আমরা সবাই আমাদের নির্দিষ্ট পথেই এগিয়ে চলছি। আমরা যেন আমাদের চলার পথ থেকে বিচ্যুত না হই সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। গোলাপ ফুলের জন্য কোন বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না। গোলাপ যেখানে ফোটে সেখানেই সুগন্ধ ছড়ায়, আর মানুষ সেখানেই ছুটে যায়। জীবনে কখনো গদির (বড় বড় আসন) পিছে পিছে দৌড়াবে না; বরং জীবনটাকে এমন ভাবে গড়ে তোল, যেন গদি-ই তোমার পিছে পিছে দৌড়ায়। ফাদার (যাজক) হইলে, খাঁটি ফাদার হবে। দেখো, কখনো মানুষ যেন তোমার পিছে পিছে ঘুরে ক্লান্ত না হয়; বরং তোমাকেই মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ক্লান্ত হতে হবে। তবেই না তুমি ফাদার! তবেই না তুমি ঈশ্বরের সেবক! যিশুর অনুসারী হিসেবে আমাদের এ যুগে আমাকেও তাঁরই মত ভালবাসতে হবে। আমাদের আশেপাশে যারা বাস করে তাদের অভাব ও প্রয়োজন সম্বন্ধে আমাকে অনুভূতিশীল

হতে হবে এবং আমার সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত সাড়া দিতে চেষ্টা করতে হবে। শয়তান এখন আর শয়তানি করে না; ববং বসে বসে মানুষের শয়তানি দেখে আর মাঝে মাঝে বগল বাঁজিয়ে নাচে।" ''কেউ কারো জিনিস না বলে নিলে আমরা তাকে বলি চোর; আসলে সেই সবচেয়ে বড় চোর, যে কিনা নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত জিনিস নিজের কুক্ষিগত করে রাখে। মানুষের মনুষ্যত্ব আপনা-আপনি বিকশিত হয় না, তাকে সচেষ্ট সাধনাবলে বিকশিত করতে হয়। যে ব্যক্তি নিজেকে যত ভাল করে জানবে সেই ব্যক্তির আচরণ তত উন্নত হবে। যিশুর আদেশ অনুযায়ী মানুষকে ভালবাসার অর্থই হলো দু'দিন আগে হোক বা পরেই হোক, ক্রুশকে কাঁধে তুলে নেওয়া।"

ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা ছিলেন পবিত্র আত্মায় দীক্ষিত পূর্ণ পরিণত মানুষ। তাই সুন্দর ও কল্যাণকর কাজ করতে তিনি কখনো ক্লান্তিবোধ করতেন না। তার অন্তর ছিল সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। তিনি সব কাজের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতেন। তিনি যেন নিজের মুখ দিয়ে প্রবক্তাদের মত ঈশ্বরের হয়েই কথা বলতেন। তিনি আপাদমস্তক ছিলেন প্রচার বিমুখ এবং যেকোন ভ্রান্ত শিক্ষার ঘোর বিরোধী। এভাবে তিনি এযুগের প্রবক্তার ন্যায় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি মনে-প্রাণে সত্যান্বেষী ও সত্যপ্রকাশী মানুষ। যখন যাকে যেখানে যা বলা প্রয়োজন মনে করতেন, ঠিক তখনই ঐ ব্যক্তিকে তিনি সত্য কথাটি বলতেন। এই সত্যান্বেষী, আলোর দিশারী, কীর্তিমান মানুষটি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর শারদীয় মেঘমুক্ত পড়ন্ত বিকেলে ঢাকার সিটি হাসপাতালে ৭৫ বছর বয়সে ঠিক যেন শিউলি ফুলের মত ঝরে যান! ১৪ অক্টোবর গাজীপুর জেলার পূবাইলের ভাদুনে অবস্থিত পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের সমাধিক্ষেত্রে তিনি সমাহিত হন। গির্জা কিংবা মন্দিরের উড্ডীয়মান ধূপের ধোঁয়ার মত ঈশ্বরের সেবায় মিশে গেছে তার জীবন।

খ্রিস্টে নিবেদিত বলে, তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন আলোর মানুষ গড়ার আরাধনায়। তার প্রধানতম লক্ষ্যই ছিল প্রকৃত জ্ঞান ও গুণের দীক্ষায় মানুষকে দীক্ষিত করা। যাতে জ্ঞান ও গুণের আলোয় জাতি নতুনভাবে জেগে উঠতে পারে, পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হতে পারে। কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে রকমারি দায়িত্ব পালন করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না; পাশাপাশি তিনি বেছে নিয়েছিলেন বহু অবহেলিত, দুস্থ, অসহায়, গরীব-দুঃখী মানুষদের। নিজ জীবনকে তিলে তিলে তিনি বিলিয়ে দিলেন তাদেরও সেবায়। তৎকালীন বাংলার প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে জমে থাকা দুঃসহ অন্ধকার আর পরাধীনতার মাঝে তিনি জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে দিলেন; বস্তিবাসী, ছিন্নমূল শিশু-কিশোর ও অভাবী মানুষদের মাঝে তিনি জ্বালিয়ে দিলেন নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন। নটর ডেম লিটার‍্যাসি স্কুলে পড়তে আসা বস্তিবাসী ছেলেমেয়েরা কত সহজেই দৌঁড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরত, লাফিয়ে কোলে-পিঠে উঠত আর তিনিও কত আপনজন হয়েই না ঐ ছেলে-মেয়েদের কাছে ধরা দিতেন! তিনি অনেকবার বস্তিবাসীদের দেখতে গিয়েছেন, লিটার‍্যাসি স্কুলে পড়ার জন্য ছেলে-মেয়েদের সংগ্রহ করেছেন। আর সমস্তই তিনি করেছেন যেন তারা নতুন করে, নতুন আলো নিয়ে বাঁচতে পারে। তিনি ছিলেন সেই বাতিওয়ালা, যিনি নিজের ঘরের বাতি দিয়ে পরের ঘরে ঘরে বাতি জ্বালিয়ে ফেরেন। আজকের বাংলাদেশে তিনি সেই অমর কীর্তিমান, যিনি নিজের চেয়ে তাঁর কীর্তিকে করেছেন মহান!!!

সহায়ক তথ্য:

১. সুবর্ণ ও রজত জয়ন্তীর মহোৎসব স্মরণিকা, মরো হাউস, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা- ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।

২. ফাদার বেঞ্জামিন কস্তার সাথে আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিগত মাসিক আলাপন, ২০১৩-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ, খ্রিস্ট দর্শন সেমিনারী, ম্যাথিস হাউজ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা।

৩. ইন্টারনেট।

worldwide
marriage
encounter

CBCB Centre, 24/C Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka 1217

সম্মানিত ম্যারিজ এনকাউন্টার দম্পতিগণ, আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আগামী ১১ নভেম্বার ২০২২ রোজ শুক্রবার ওয়ার্ল্ডওয়াইড ম্যারিজ এনকাউন্টার বাংলাদেশ এর ৭তম জাতীয় কনভেনশনের আয়োজন করতে যাচ্ছি। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার জন্য আপনারা সাদরে নিমন্ত্রিত।

স্থান: সিবিসিবি সেন্টার, আসাদ গেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। রেজিস্ট্রেশন ফি দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র। অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল ৮:৩০ মিনিট (পবিত্র খ্রিষ্টযাগের মাধ্যমে)। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক দম্পতিগণকে ২০২২, ০৪ তারিখ নভেম্বরের মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত মোবাইল নাম্বারে ফোন করে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

ফাদার বাপ্পী এনরিকো ক্রুশ মোবাইল নং: ০১৩১০৫২৫৯৮৯; ০১৭৪৫০১৯৪৫৪

রবি আলেকজান্ডার দরেছ: ০১৬৭৭২৩৮৫৪৫; ০১৭১৫০২৮৫৩৩

স্যামুয়েল পালমা: ০১৭০০৭৯৯৮৫৩; জেমস রোজারিও: ০১৭১৬৬২৮৩৪০

বিজ্ঞ/২৯৪/২২

মানব জীবনে শিক্ষা অপরিহার্য

ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি

ভূমিকা : আমরা যখন শিক্ষার কথা ভাবি তখন প্রথম যে জিনিসটি আমাদের মনে রেখাপাত করে তা হল জ্ঞান অর্জন। শিক্ষা এমন একটি হাতিয়ার যা মানুষকে জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল, তথ্য প্রদান করে, তাদের পরিবার, সমাজ ও জাতির প্রতি তাদের অধিকার ও কর্তব্য জানতে সক্ষম করে। এটি বিশ্বকে দেখার দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করে। শিক্ষা সমাজের অন্যায়, সহিংসতা, দুর্নীতি এবং অন্যান্য অনেক নেতিবাচক উপাদানের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা বিকাশ করে।

শিক্ষা আমাদের চারপাশের জগত সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। এটি আমাদের মধ্যে জীবনকে দেখার একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করে। শিক্ষা একটি জাতির বিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষা মানব জীবনের সাথে একান্ত ভাবে জড়িয়ে আছে। এটি ছাড়া মানবের কোন মুক্তি নেই। তাই মানব জীবনের জন্য সুশিক্ষা জরুরী ভাবে প্রয়োজন।

শিক্ষার গুরুত্ব : একটি দেশ, একটি জাতির অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি হলো শিক্ষা। এই বিবেচনায় বলা যায় শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। অর্থাৎ একজন মানুষ যেমনি মেরুদণ্ড সোজা করে স্থির দাঁড়াতে পারেন, ঠিক তেমনি একটি জাতির ভিত্তিমূল, উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া নির্ভর করে তার শিক্ষার উপর। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশি উন্নত, সভ্য এবং অগ্রসর।

শিক্ষা অর্জন মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকারও বটে। আমাদের মৌলিক অধিকার গুলোর মধ্যে শিক্ষা একটি অন্যতম অধিকার। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বজনীন, অপরিহার্য ও ব্যাপক। একজন মানুষকে প্রকৃত মানবিক ও সামাজিক গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তি হতে হলে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, "শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করতে সুদূর চীন দেশে হলেও যাও"। প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মানুষের মনমানসিকতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয়। একটি বাতি যেমন তার পার্শ্ববর্তী এলাকাকে আলোকিত করে তোলে, ঠিক তেমনি একজন মানুষ যখন সমাজে বিকশিত, আলোকিত হয়ে ওঠেন তখন তার সাথে তার পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রও আলোকিত হয়ে উঠে। এতে করে আরো সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরা আলোকিত হবার সুযোগ লাভ করে। শিক্ষা বা জ্ঞানই মানুষের জীবনধারণ ও উন্নতির প্রধানতম সহায়ক ও নিয়ামক হিসাবে আখ্যায়িত। একদা গুহাবাসী আদিম মানব আজ যে বিস্ময়কর সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে তার পেছনে রয়েছে মানুষের যুগযুগান্তরের অর্জিত জ্ঞান ও অর্জনের প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার নামই হলো শিক্ষা। এক সময় শারীরিক সামর্থ জাতির গর্বের বিষয় ছিল, প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা ঐশ্বর্য জাতির অহংকারের বা অহমিকার উপাদান যুগিয়েছে। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির এ যুগে জাতীয় জীবনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সুতরাং বলা যায় যে মানব জীবনে শিক্ষা একটি অপরিহার্য বিষয়।

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা: ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই বাস্তব জীবনে চরম উৎকর্ষতা লাভ করা সম্ভব হয়। জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগে জীবনকে উৎকর্ষমণ্ডিত করা যায়। বিশ্বেও বহুমুখী জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে শিক্ষার মাধ্যমেই পরিচিত হওয়া যায়। অজানাকে জানা এবং সেই জানাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কৌশল শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, যোগ্যতা ও মনুষ্যত্ব অর্জন এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়ে তা থেকে জীবনকে উপকৃত করার মাধ্যমই হলো শিক্ষা। সর্বোপরি, জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত, সৌন্দর্যমণ্ডিত, অর্থবহ ও কৃতকার্য করার জন্য শিক্ষাই একান্ত ও মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

তাই আমরা একবাক্যেই বলতে পারি শিক্ষা মানব জীবনের মহা মূল্যবান সম্পদ। এই বিষয়ে আমাদের অবগত হওয়া দরকার। এটি ছাড়া আমরা চলতে পারি না। কারণ শিক্ষা একটি অপরিহার্য বিষয়। শিক্ষা সুস্থ সমাজ জীবনের চালিকাশক্তি। এর মাধ্যমেই সামাজিক ঐতিহ্য এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। শিক্ষার ফলে মানুষ সত্য, সুন্দর ও শিষ্টতার অনুরাগী হয়ে উঠতে পারে, তার দেহ ও মনের সুষম ও পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে জীবনের প্রকৃত মাধুর্য ও পরম সত্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়ে উঠতে পারে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য: মানবজীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অনেক গভীর। এটি অর্জনের স্বার্থকতাও বাস্তব জীবনে অপরিসীম। শিক্ষা অর্জনের কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। যার ফলে আমাদের আমার পরিবারে, সমাজে দেশে অনেক অবদান রাখতে পারে।

১. শিক্ষা মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের একমাত্র উপায়। কারণ নৈতিক চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের জৈবিক চাহিদা গুলো যথাযথভাবে পরিচালনার মাধ্যমে জীবন সার্থক করে তোলে।

২. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণতা বিকাশ, দৈহিক ও মানসিক গুণাবলির সুপ্ত বিকাশ ঘটানো।

৩. শিক্ষার সামাজিক সাংস্কৃতিক লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের ঐক্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধকে বজায় রাখা।

৪. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সামাজিক বৃত্তিকে সুদৃঢ় করা এবং সামাজিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা।

৫. সক্রেটিসের মতে, "শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো নিজেকে জানা" মানুষের আত্মজ্ঞানই হলো শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, শিক্ষা আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করে। প্রকৃত মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা নামক উপদানটি গুরুত্ব সীমাহীন। যার কোন তুলনা হয়না। অতএব, প্রকৃত শিক্ষায় আমাদের ব্রতী হওয়া আবশ্যক॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১। প্রাণবন্ত জীবন, ডিসেম্বর ০৬, ২০২১. (ইন্টারনেটে)

২। ফারিহা হোসেন প্রভা, কাওসার চৌধুরী, ২৬ সেপ্টম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

৩। স্নিগ্ধ সকাল, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশের দরিদ্রের জননী মাদার...

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

৬. ঈশ্বর ও প্রতিবেশিকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসার আহ্বান।

৭. পার্থিব লোভ-লালসা পরিহার করার আহ্বান।

৮. মাঝে মাঝে উপবাস ও দরিদ্রদের দান বা দয়ার কাজ করার আহ্বান।

৯. নিজের স্বার্থ ত্যাগ করা ও নিজের ক্রুশ কাঁধে নিয়ে যিশুকেই অনুসরণ করার আহ্বান।

১০. পাপস্বীকার ও খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত নিয়মিত গ্রহণ করা; দেহ, মন ও আত্মায় পরিশুদ্ধ থাকার আহ্বান।

১১. গভীর বিশ্বাস ও মনোযোগ সহকারে এবং নিরাশ না হয়ে প্রতিদিনকার প্রার্থনা করার আহ্বান।

১২. নিজ নিজ পাপের জন্য অনুতাপ করা ও মন ফেরানোর আহ্বান।

১৩. যখন একজন অসহায় তোমার দুয়ারে আসে তাকে মনে প্রাণে "ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি মনে করে" হাসি-মুখ উপহার দেওয়ার আহ্বান।

সত্যি বলতে আমাদের "মা থেকলা"র সম্পর্কে লিখে পুরোটা তুলে ধরার যোগ্যতা নেই আমার। তবুও আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

"যারা খ্রিস্টের মানুষ, তা রা খ্রিস্টের জন্য নিজেকে নিংড়িয়েই দিক"- দরিদ্রের মা মাদার থেকলা।

সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য

মালা রিবেরু

সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য জানতে হলে সবার আগে জানতে হবে মানসিক স্বাস্থ্য কি? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুসারে স্বাস্থ্য হল সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার একটি অবস্থা এবং শুধুমাত্র রোগ বা দুর্বলতার অনুপস্থিতি নয়। তাহলে মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা একজন মানুষকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে সাহায্য করে।

শারীরিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ এবং তাদের কার্যকলাপকেই বুঝি। কোন কারণে যদি এই অঙ্গপ্রতঙ্গে বিকলাঙ্গতা অথবা কার্যকলাপ সঠিকভাবে পরিচালিত না হয় তবে আমরা বলি অসুস্থ। কিন্তু শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি আরেকটা বিশাল অংশ যে, আমাদের সুস্থ বা ভালো থাকার প্রভাব বিস্তার করে তার কথা আমরা জানিনা অথবা সামাজিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে (যেমন কুসংস্কার, লজ্জার কারণে) প্রকাশ করি না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুসারে, তখনই একজন ব্যক্তিকে মানসিকভাবে সুস্থ বলবো যখন সে ব্যক্তি তার নিজের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে, জীবন চলার পথে যেকোন চাপ মোকাবেলা করতে পারে। সে যে কাজ করবে তা যেন উৎপাদনশীল এবং ফলপ্রসূ হয় এবং তা যেন সমাজের মানুষের কল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

একজন ব্যক্তিকে মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য শরীরের পাশাপাশি সামাজিক কিছু কারণ/ঘটনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কেউ যদি শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকে তাহলে সে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারেনা। তেমনিভাবে মানসিকভাবে কেউ যদি অসুস্থ থাকে সেও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকেনা। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি পরিবেশ, সমাজ ব্যবস্থাও স্বাস্থ্যের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে।

বর্তমানে আমরা এক অস্থিতিশীল বিশ্বে বসবাস করছি। বৈশ্বিক করোনার অতিমারী আক্রান্তে জনজীবনে মারাত্মক চাপের সৃষ্টি হয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে মানুষের অর্থনীতিতে, বেড়েছে পারিবারিক সহিংসতা।

বর্তমান বিশ্বের এই অস্থিরতায় মানুষ সবচেয়ে বেশী মানসিক সমস্যা/রোগে ভুগছে। দৈনিক প্রথম আলোর ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বিশ্বের প্রায় ১৯ বিলিয়ন বিষণ্নতায় মানুষ ভুগছে। এই বিষণ্নতাজনিত সমস্যায় শেষ পরিণতি প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন মানুষ আত্মহত্যা করছে। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো যে, প্রিভিলেন্স অব এনজাইটি অ্যান্ড ডিপ্রেশন ইন সাউথ এশিয়া ডিউরিং কোভিড-১৯ আ সিস্টেমেটিক রিভিউ অ্যান্ড মেটা অ্যানালাইসিস প্রতিবেদনে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে দুশ্চিন্তা ৫২.৩% মানুষ ভুগছে । দৈনিক জনকণ্ঠ ১০ সেপ্টেম্বর প্রতিবেদনে দেখা গেছে বাংলাদেশের আত্মহননকারী ৬০.৭১% মহিলারা আত্মহত্যা করেন বিষণ্নতার কারণে। এই প্রতিবেদন বাংলাদেশ তথা সারাবিশ্বের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

বিষণ্নতা, সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলা ও অন্যান্যসব মারাত্মক মানসিকরোগ পরিবার, সমাজ, দেশ সর্বোপরি সারা বিশ্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। এখনো এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে মানুষ মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন না। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে আমাদের দেশে ৯৬% মানুষ মানসিক রোগের চিকিৎসা নিতে আসে না। এর পিছনে অন্যতম কারণগুলো হচ্ছে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, লজ্জা। এর মধ্যে লজ্জাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। মানুষের ধারণা যদি কেউ জানতে পারে, পরিবারে কেউ মানসিক রোগী তাহলে ছেলেমেয়েদের বিয়ে হবে না। তাই চুপিচুপি কবিরাজের কাছে নিয়ে ঝাড় ফুঁক, মালিশ, ঔষধ নিয়ে আসে ভূতের খারাপ নজর পড়ছে বলে। যা একজন মানুষকে অসুস্থ থেকে আরো বেশি অসুস্থ করে তুলে।

একজন মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার সুস্বাস্থ্য নিয়ে সমাজে বসবাস করার। তাই দেশের মানুষের সচেতনার পাশাপাশি সরকারেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সুস্বাস্থ্যের এই অধিকার নিশ্চিতকরণে। আশাপ্রদ দিক সরকারও এই ব্যাপারে খুবই সচেতন। তাই প্রতিবৎসর ১০ অক্টোবর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন করে মানুষকে মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার ব্যাপারে সচেতনতার পাশাপাশি পরিবারের, সমাজের কোন ব্যক্তির মধ্যে অস্বাভাবিক, অদ্ভূত আচরণ দেখলে হাসপাতালে নিয়ে এসে চিকিৎসা নিতে।

মানুষকে হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নিতে বা মানসিক রোগ উপর্সগসমূহ নির্ণয় করতে শুধু একদিনের তথ্যই যথেষ্ট নয়। এরজন্য প্রয়োজন সর্বাক্ষণিক স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ দল। তারা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে শহর এলাকার মানুষকে মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার উপায় জানাতে উৎসাহিত করবেন; পাশাপাশি কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি অসুস্থতার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, তখন রোগী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করবে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা ও সেবা নিতে। গ্রামের মাতবর, ধর্মীয়গুরু ও জনগণদের বিভিন্ন সেমিনারের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে যে, মানসিক রোগও অন্যান্য রোগের মতো চিকিৎসা নিলে ভালো হয়।

আমাদের সার্বিক সুস্থ থাকার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের গুরত্ব খুব বেশী। জীবনে চলার পথে ভালো-মন্দ যেকোন পরিস্থিতি আসুক না কেন তা সুন্দরভাবে সামাধান করার চেষ্টা বিষণ্নতাকে পরিহার করি পাশাপাশি অন্যের সুস্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ থাকি। তাহলে আমরা সবাই একটা সুন্দর সুস্থ পৃথিবী উপহার দিতে পারবো॥

প্রবীণদের মুখে হাসি

পিটার রোজারিও

ওগো বয়জেষ্ঠগণ
লহো মোদের শতকোটি প্রণাম
তোমাদের জানাই হাজার সম্মান
তোমরা মোদের পথ প্রদর্শক
অন্ধকারে আলো
তোমাদের পথে চলে, যেন থাকি ভালো।
প্রবীণের খাতায় নাম লিখিয়েছ, বয়সের কারণে
অথচ তোমরা যে রয়েছো সতেজ, দেহে ও মনে
দীর্ঘ জীবন করেছো পাড়
অর্জন করেছো বহু জ্ঞান
এখন শুধু করছো তোমরা
কেবল সদা প্রভুর ধ্যান।
প্রভুতে জানাই প্রার্থনা, থাক প্রফুল্ল মনে
দীর্ঘ দিন বেঁচে থাক, শুধু আমাদেরই কল্যাণে।
ওগো প্রিয় নবীনেরা, তোমরা যে মোদের
আশা ভরসা
তোমরা যে আমাদের করবে সেবা
সবার এই প্রত্যাশা
প্রবীণ হয়েছি বলে
করোনাকো আমাদের অবহেলা
তোমাদের জীবনেও আসবে এদিন
শেষ হবে যখন বেলা।
এ প্রজন্মকে করি আশীর্বাদ, দুই হাত তুলে
যেন তারা সারা জীবন, প্রভুর পথে চলে।

বাংলাদেশের দরিদ্রের জননী মাদার থেকলা এসসি

স্কাউটার পল বার্ণাবাস বিশ্বাস

মাদার থেকলা হলো কাথলিক মণ্ডলীর একজন দক্ষ ও খাঁটি মিশনারী সিস্টার। তিনি সিস্টার অব চ্যারিটি সম্প্রদায়ের (মারীয়া বাম্বিনা) একজন সিস্টার। তিনি নিজ দেশ ও আপনজন ছেড়ে এই বাংলাদেশকে সেবাকাজ করার জন্য বেঁছে নিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের সকল ধর্মের কাছে একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তিনি হলেন শান্তির দূত, পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনকারি, নিরাময়কারি এবং বর্তমান বাংলাদেশের একজন প্রবক্তা। তিনি প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ বছরের বেশি বাংলাদেশে ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করে বর্তমানে বয়সের ভারে ও অসুস্থতার জন্য ইতালিতে অবসরে আছেন এবং বৃদ্ধা সিস্টারদের বারগেমো শহরে সেবা করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের সব ধরনের মানুষের কাছে তিনি হলেন শ্রদ্ধাভাজন ও প্রশংসনীয় "এক পথপ্রদর্শক মা"।

মাদার থেকলা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি ইতালিতে এক কাথলিক খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর প্রার্থনাশীল মায়ের কাছ থেকেই ব্রতীয় জীবনে আসতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ছোটবেলায় তার মাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতেন। ঘর পরিষ্কার, রান্নার কাজে, ভাই বোন অসুস্থ হলে সেবা করতেন। বর্তমানে তার এক ভাই ফাদার হিসেবে আফ্রিকাতে সেবাকাজ করে যাচ্ছেন। মাদার গান শুনতে ও গাইতে পছন্দ করেন। তিনি অবসর সময়ে ফুল বাগানে কাজ করতে পছন্দ করেন। ধীরে ধীরে তিনি পড়াশুনায় প্রবল মনোযোগী হয়ে পড়েন। তিনি শৈশব থেকেই খ্রিস্টের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে ব্রতীয় জীবনে প্রবেশের মনোবাসনা করতে থাকেন। তিনি বাবা মাকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান। মাদার থেকলা শিশুদের ও অসুস্থ বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। তিনি মনে করেন "প্রতিজন শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে খ্রিস্টই উপস্থিত"। মাদার থেকলা তার সহপাঠী সিস্টারদের সাথে দরিদ্রতা, বাধ্যতা, কৌমার্য ব্রত গ্রহণের মধ্যদিয়ে একজন মিশনারী সিস্টার হয়ে ওঠেন। সিস্টার হওয়ার পরে তার পিতা মাতা অনেক খুশি হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ইতালিতে মারীয়া বাম্বিনা সিস্টারদের হাউজগুলোতে সুন্দর সুন্দর সেবাকাজ করেছেন। তাদের মাদার সুপিরিওর বাংলাদেশে মিশনারী হিসেবে তাকে বেছে নিলেন ও তার ইচ্ছা জানতে চাইলেন। তিনি সাথে সাথে "হ্যাঁ" বললেন। কেননা তিনি জানতেন বাংলাদেশে শিশু ও অসুস্থদের সেবা করার মধ্যদিয়ে যিশুকেই সেবা করবেন। নিজ ভাষা, মা-বাবা, ভাই-বোন ও উন্নত দেশ ছেড়ে এই অনুন্নত দেশে মিশনারী হিসেবে পা রাখলেন। তিনি বাংলাদেশে এসে প্রথমেই ঢাকা আসাদগেটে অবস্থিত "কাপিতানিও কনভেন্ট" হাউজে বাংলা ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করতে থাকেন ও দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে রাজশাহী, দিনাজপুর, ভবরপাড়া, শিমুলিয়া, যশোর ও খুলনাতে বিভিন্ন পরিবার ও সিস্টারদের হাউজগুলোতে ভ্রমণে যেতেন। এভাবে বাংলার মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে বাংলা ভাষা রপ্ত করেছেন। বাংলা ভাষা শেখার পরে সম্প্রদায়ের বিভিন্ন হাউজগুলোতে সেবাকাজ করেছেন। এক সময় সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ মাদার থেকলাকে তাদের সম্প্রদায়ের "সুপিরিওর" (বাংলাদেশ প্রধান) নির্বাচিত করলেন। তিনি তাদের সম্প্রদায়ের প্রধান হয়েও নম্রতা, সহজ সরল জীবন, আধ্যাত্মিকতা, প্রার্থনা, কঠোর প্ররিশ্রম, সকল সিস্টারদের নিজ সন্তানের মতই ভালোবাসতে ভুলে যাননি। তিনি তাদের সম্প্রদায়ের সর্বশেষ বিদেশী মিশনারী সুপিরিওর। সংঘের সিস্টাররা বলেছেন "তিনি একজন প্রকৃত আধ্যাত্মিক মা" ও তিনি সন্তানের মতই আমাদের ভালবাসতেন ও খোঁজ খবর রাখতেন। তার সময়ে বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিভিন্ন স্কুল, হোস্টেল, হাসপাতালের দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে। সংঘের দায়িত্ব শেষে মাদার থেকলাকে খুলনার সোনাডাঙ্গার বিচিত্রা (গির্জার হাসপাতাল) হাসপাতালের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই হাসপাতালকে তিনি নিজ পরিবারের মতই গড়ে তুলেছেন যেন এখানে এসে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ও ঘৃণিত মানুষরা সু-চিকিৎসা লাভ করতে পারে। মাদার থেকলা একবার বলেছেন "আমার কাছে গির্জা ও হাসপাতালের দরজা দুটিই সমান"। বিচিত্রা হাসপাতালকে মানসম্মত ও পবিত্র সুন্দর মনোরম পরিবেশ তৈরি করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং হাজার হাজার অসুস্থ মানুষকে খ্রিস্টের দৃশ্যমান প্রতিনিধি হয়ে সেবা দিয়েছেন দিনের পর দিন। চট্টগ্রাম, বান্দরবান, বরিশাল, দিনাজপুর, গাজীপুরসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ শতশত মানুষ এখানে এসে সু-চিকিৎসা ও মাদার থেকলার হাতের স্পর্শ লাভ করত। শিশু, দরিদ্র মানুষ, বিধবা, পঙ্গু, হাত-পা পঁচা রোগী, পোঁড়া রোগী, পাগলও আসতো মায়ের সান্নিধ্য লাভ করতে। তিনি বিচিত্রা হাসপাতালের মধ্যে একটা অংশে "সান্তা মারীয়া স্কুল" প্রতিষ্ঠা করেন সোনাডাঙ্গার বস্তির সুবিধা-বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার জন্য। তারা এখানে প্রতিদিন স্কুলের পরে দুপুরের খাবার পেত ও মাদার থেকলার সাথে খেলাধুলায় সময় কাটানোর সুযোগ পেত। মা থেকলা প্রায় ৪০-৫০ টির মত আশ্রয়হীনদের বসবাস করার ঘর তৈরি করে দিয়েছেন। মা থেকলা ১৫-২০ জন এতিম শিশুকে তার হাসপাতালের একটা অংশে লালন-পালন করতেন। মাদার থেকলাকে উপকারী বন্ধুগণ কোটি কোটি অর্থ সাহায্য দিয়েছেন সমাজের সবচেয়ে দরিদ্রের জন্য আর মা থেকলা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন এই মানুষদের জন্য। মা থেকলা প্রতিদিন কঠোর-পরিশ্রম করতেন ও দিনের ২০ ঘন্টাই অসুস্থ ও দরিদ্রের মাঝে কাজ করেছেন। মা থেকলাকে একবার এক মহিলা ১টি কিডনি দান করতে চাইলেন। কিন্তু মা থেকলা খুশি হলেন এবং না করলেন, তিনি বললেনম তোমার পরিবার, ছেলে-মেয়ে, স্বামী আছে আমার তো পরিবার নাই আর আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। সুতরাং তুমি বহু বছর বেঁচে থাকো আমি সেই কামনা করি। একজন শিক্ষকের দৃষ্টিতে মা থেকলা হলেন "দৃশ্যমান ঈশ্বরের বাস্তব রূপ"। তিনি আরো বলেন, "মানুষের পঁচা গন্ধ অঙ্গ কোন পর্যায়ে আছে তা বুঝতে নিজ হাতে নিয়ে শুকে দেখতেন"। একজন এতিম সন্তান বলেছে, "আমি খ্রিস্টকে দেখিনি কিন্তু তার প্রতিচ্ছবি দেখেছি"। মা থেকলা হলেন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি, মিশনারী বাণী-প্রচারক সিস্টার, সফল নার্স, বিধবার মা, শিশুদের শিক্ষক, এতিম শিশুদের মা, পরিশ্রমী নারী, দুর্বল মানুষদের কণ্ঠস্বর, শান্তির দূত, আশ্রয়হীনদের ঠিকানা, আমার মা ইত্যাদি। মা থেকলা খুবই সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। তিনি বাংলাদেশের জনগণকে এতই ভালোবাসতেন যে দামী গাড়ি কেনার সামর্থ থাকা সত্বেও তিনি রিকশা ও ভ্যানে করে বাজার ও হাসপাতালসহ সব জায়গাতে যেতেন। হাসপাতালের জরুরী যোগাযোগের জন্য তিনি একটি বাটন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতেন। প্রতি মাসে বস্তির শিশুদের জন্য গুঁড়ো দুধ উপহার দিতেন। গরীব ও দরিদ্র বৃদ্ধরা প্রায়ই মা থেকলার সান্নিধ্য পাবার জন্য আসলে মা থেকলা শীতকালে কম্বল, খাবার, ঔষধ, অর্থ, কাউন্সিলিং দিয়ে সাহায্য করতেন। মা থেকলা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রতি বছর ৩০-৪০টি ছাগল উপহার দিতেন।

দরিদ্রের জননী মাদার থেকলা আজ প্রত্যেকজন দীক্ষিত খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে আহ্বান করছেন ও বাস্তবে জীবনে ধারণ করে বলছেন:

১. পবিত্র বাইবেলে লিখিত ঈশ্বরের সব বাণীর উপর তথা ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস স্থাপন করার আহ্বান।

২. মনে-প্রাণে যিশুকেই মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করার আহ্বান।

৩. পবিত্র আত্মার দানগুলো নিয়ে ধ্যান করা ও সেগুলো বাড়িয়ে তোলার জন্য চেষ্টা করার আহ্বান।

৪. পবিত্র আত্মার প্রেরণার উপর আস্থা রাখা ও তাঁর প্রেরণায় চলার আহ্বান।

৫. প্রতি রবিবার এবং অন্যান্য সময় ও সুযোগ হলে খ্রিস্টযাগে ও প্রার্থনায় যোগদান করার আহ্বান।

১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষণ

সিস্টার মার্তিনা হাঁসদা সিআইসি

বিগত ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকার মোহম্মদপুরে অবস্থিত সিবিসিবি সেন্টারে দু'টি মহাধর্মপ্রদেশ ও ছয়টি ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত মোট ৪২জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে খ্রিস্টীয় ঐক্য তথা আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য (Ecumenism/Christian Unity) বিষয়ক একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল: আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য বিষয়ক কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা, ধ্যান-ধারণা, বিভিন্ন তথ্য, কাথলিক মণ্ডলীর অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করা। অন্যান্য কয়েকটি মণ্ডলী সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অর্জন: বিশ্বাস, উপাসনা বিষয়ে মিল ও পার্থক্যগুলো তুলে ধরা; বাংলাদেশে আন্তঃমাণ্ডলিক পরিবেশ ও ঐক্য এর একটি বাস্তব চিত্র সবার সামনে তুলে ধরা; এবং এইভাবে আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্যের ক্ষেত্রে আপন আপন ধর্মপ্রদেশে সেবাকাজ করার জন্য চেতনা, দিকনির্দেশনা ও গঠন দান করা। এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে বিশেষ সান্ধ্য প্রার্থনা-করা হয়। সান্ধ্য আহারের পর রাত ৮:৩০ মিনিটে সিবিসিবি খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের নতুন সভাপতি আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি'র উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় উদ্বোধনী পর্ব। শুরুতেই ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সমন্বয়কারী ফাদার কাকন লুক কোড়াইয়া'র পরিচালনায় বৈচিত্রেভরা পরিচিতি অনুষ্ঠান, যার পর পরই মারীয়া বাম্বিনা হোস্টেলের মেয়েদের উদ্বোধনী নৃত্য ওদের পরিচালনায় ছিলেন সিস্টার পলিন এসসি ও সিস্টার আসুন্তা এসসি। অতঃপর সিবিসিবি সংলাপ কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার প্যাট্রিক গমেজ উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা-স্বাগতম জানাবার পর 'বাংলাদেশে আন্তঃমাণ্ডলিক পরিবেশ' বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। এর পরেই অংশগ্রহণকারীগণের প্রতিনিধি হিসাবে একজন নারী ও একজন পুরুষ এবং কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি ত্রিত্বিক মিলনের প্রতীক হিসাবে সজ্জিত তিনটি

মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করেন এবং এর পরেই তার প্রাণবন্ত, প্রেরণামূলক ও খুবই অর্থপূর্ণ উদ্বোধনী ও শুভেচ্ছাবাণী দিয়ে আর্চবিশপ মহোদয় প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

চার দিবসব্যাপী এই প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিল আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই'র পৌরহিত্যে উদ্বোধনী সহার্পিত খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ নিজ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্য উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং প্রশিক্ষণে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে সবাইকে উৎসাহিত করেন।

মূলসুর প্রাসঙ্গিক এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রযোজ্য যে-সকল বিষয়ে উপস্থাপনা দেওয়া হয় তা হল "আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এবং মণ্ডলীগুলোর বিভেদ-বিচ্ছেদের ঐতিহাসিক পটভূমি" আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই; আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য বিষয়ক দ্বিতীয় ভাতিকান সহাসভার দলিল "খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টা" এবং " মহাসভা-উত্তর কাথলিক মণ্ডলীর পোপগণের খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টার কর্মকাণ্ড" ফাদার প্যাট্রিক গমেজ "বাংলাদেশ পালকীয় পরিকল্পনার আলোকে আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য প্রচেষ্টা" ফাদার দিলীপ এস কস্তা "প্রাচ্য মণ্ডলী এবং এশীয় মণ্ডলীগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা" ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ক্রুজ "কাথলিক বিবাহের অবিচ্ছেদ্যতা এবং আন্তঃমাণ্ডলিক বা আন্তঃধর্মীয় তথা মিশ্র বিবাহ সম্বন্ধে কাথলিক মণ্ডলীর আইন কেন্দ্রিক নির্দেশাবলী" ফাদার মিল্টু লরেন্স পালমা এবং অন্যান্য মণ্ডলীগুলোর বিশ্বাস, উপাসনা ও উপাসনিক বিশ্বাস ও সংস্কারীয় জীবন" ফাদার ইউজিন আঞ্জুস সিএসসি। উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়াও ছিল অন্যান্য মণ্ডলী সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এংলিকান তথা চার্চ অফ বাংলাদেশ এর ঐশতত্ত্ব ও সংস্কারীয় জীবন সম্পর্কে রেভা: জন প্রভুদান হীরা এবং ব্যাপ্টিস্ট চার্চ এর বিশ্বাস, উপাসনা ও সংস্কারীয় জীবন সম্পর্কে সিনিয়র পাস্টর রেভা: মার্টিন অধিকারী। অধিকন্তু আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক কর্মকাণ্ডের নিজ জীবন অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন পিমে মিশনারী ফাদার ফ্রানচেস্কো রাপাচলী পিমে। অন্য মণ্ডলীর প্রার্থনা ও ধ্যান, সঙ্গীত ইত্যাদি'র একটি ধারণা দেবার জন্য নিমন্ত্রণে এসেছিলেন ২০ সেপ্টেম্বর সান্ধ্য প্রার্থনা পরিচালনা করার জন্য ইম্মানুয়েল ব্যাপ্টিস্ট চার্চের সিনিয়র পাস্টর রেভা: তপন রায় এবং পাস্টর মহোদয়ের একটি সঙ্গীত দল। প্রার্থনা ও প্রভুর বাক্য পরিচর্যায় ও অত্যন্ত আধ্যাত্মিক, প্রার্থনাপূর্ণ ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে গোটা সান্ধ্য-প্রার্থনাটি পরিচালনায় মূখ্য ভূমিকায় ছিলেন শ্রদ্ধেয় পাস্টর মহোদয়।

প্রশিক্ষণের শেষ দিনের শেষ লগ্নে দু'জন আর্চবিশপ, বেশ কয়েকজন ধর্মপ্রদেশীয় সমন্বয়কারী এবং অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে মূল্যায়ন পর্বে ছিল মুক্ত আলোচনা নিজ নিজ অনুভূতি, মন্তব্য, প্রস্তাবনা প্রকাশ করার জন্য। শেষের দিকে রিন্টু থিয়োটনিয়াস গমেজ (ঢাকা) ও সিরিল সরকার (খুলনা) প্রশিক্ষণটির উপর তাদের গঠনমূলক মূল্যায়ন তুলে ধরেন এবং একই সাথে সবার নামে কমিশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে দু'জন আর্চবিশপই ইতিবাচক মূল্যায়ন এবং পরামর্শমূলক বাণী রাখেন। ক্ষণিক বিরতির পর শুরু হয় আড়ম্বরপূর্ণ সমাপনী সহার্পিত খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই এবং খ্রিস্টযাগে অনুধ্যান-বাণী সহভাগিতা করেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ শেষে সিবিসিবি সংলাপ কমিশনের পক্ষে সকল পর্যায়ের সবাইকে দিকনির্দেশনা, পরামর্শ, ব্যবস্থাপনা, উপস্থাপনা, সমর্থন ও সার্বিক সহযোগীতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। সিবিসিবি সংলাপ কমিশনের নামে শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই'কে উপহার প্রদান করা হয়। মহাধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ ও বিশপগণের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তিনি। বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দু'জন আর্চবিশপকে এবং সিবিসিবি সেন্টারের পরিচালক ফাদার জেমস তুষার, ম্যানেজার সুকুমার এবং কর্মরত গোটা স্টাফকে। পরের দিন দৈনিক খ্রিস্টযাগ ও নাস্তার পর সকলেই যার যার গন্তব্যস্থানে ফিরে যান। খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক এই জাতীয় প্রশিক্ষণটির সার্বিক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ছিল সিবিসিবি খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন (Episcopal Commission for Christian Unity and Interreligious Dialogue)॥

তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত: ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ, রেজি নং-২৬/১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ
সাধু যোহন বাপ্তিস্ত ভবন, মাদার তেরেজা সরণী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, পো: অ: কালীগঞ্জ
উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

৫৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ)
স্থান: সাধু মাইকেল পালকীয় মিলনায়তন, তুমিলিয়া মিশন, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
তারিখ:১১৮ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, বোজ শুক্রবার, সময়: দুপুর ২:০১ মিনিট।

এতদ্বারা তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৮ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, দুপুর ০২:০১ মিনিটে সাধু মাইকেল পালকীয় মিলনায়তন, তুমিলিয়া মিশন, কালীগঞ্জ, গাজীপুর-এ অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ৫৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে ৫৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভাকে সফল ও স্বার্থক করে তোলার জন্য সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী

১। রেজিস্ট্রেশন ও উপস্থিতি গণনা, আসন গ্রহণ, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা;
২। পরলোকগত সদস্য-সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে ১(এক) মিনিট নীরবতা পালন।
৩। চেয়ারম্যানের স্বাগত বক্তব্য;
৪। প্রধান অতিথির বক্তব্য;
৫। সমিতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সহভাগিতা;
৬। আজীবন সম্মাননা প্রদান;
৭। ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন;
৮। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের উপর বাৎসরিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;
৯। বার্ষিক হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন;
ক) উদ্বৃত্তপত্র ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা; খ) আয় বন্টন;
গ) পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
ঘ) ঋণ গ্রহণ ও প্রদানের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ;
১০। কোরাম পূর্তি লটারীর ড্র;
১১। ঋণদান পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;
১২। পর্যবেক্ষণ পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;
১৩। শিক্ষা কমিটির বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;
১৪। মেয়াদ উত্তীর্ণ খেলাপীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
১৫। বিবিধ;
১৬। লটারি ড্র (শুধুমাত্র উপস্থিত নিয়মিত সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে);
১৭। ভাইস চেয়ারম্যান কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা;

সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের দুপুর ২:০১ মিনিট হতে বিকাল ৩টার মধ্যে নাম রেজিস্ট্রেশন পূর্বক কোরাম পূর্তি লটারি, সাধারণ লটারি ও খাদ্য কুপন সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করছি। শুধুমাত্র উপস্থিত সদস্য-সদস্যাগণই সাধারণ লটারি ও জলযোগে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কোরাম পূর্তি লটারীতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

ধন্যবাদান্তে,

রিংকু লরেন্স গমেজ
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ক) করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অত্র সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। মুখে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করবেন।
খ) সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩-এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্য-সদস্যা ক্রেডিট ইউনিয়নে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য-সদস্যা সাধারণ সভায় তাঁর অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

অনুলিপি: (১) জেলা সমবায় অফিসার, গাজীপুর (২) উপজেলা সমবায় অফিসার, কালীগঞ্জ, গাজীপুর (৩) তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সকল সদস্য-সদস্যা।

বিজ্ঞ/২৯৭/২২

পোশাকেই পরিচয়

তেরেজা সোমা ডি' কস্তা

ইরানের বাদশা একবার রাজ্যের সব ধনী এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের তার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করলেন। প্রসিদ্ধ কবি ও লেখক শেখ সাদিও দাওয়াত পেলেন। নির্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে শেখ সাদি বাদশার প্রাসাদের সামনে আসতেই নিরাপত্তা রক্ষীরা শেখ সাদিকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে বাধা দিলেন। কারণ শেখ সাদির পোশাক ছিল পুরানো। শেখ সাদি প্রাসাদের সামনে থেকে বাড়ি ফিরে গেলেন এবং দামি তারকাখচিত এক শেরয়ানি পরে পুনরায় প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে এলেন। এবার কেউ আর ভেতরে প্রবেশ করতে শেখ সাদিকে বাধা দিলেন না। শেখ সাদি খাবারের আসনে গিয়ে বসলেন। কিন্তু তিনি খাবার মুখে না পুরে তা ভরতে লাগলেন দামি শেরওয়ানীর পকেটে। শেখ সাদির কাণ্ড দেখে উপস্থিত অতিথিরা তো অবাক! এই কথা বাদশার কানে পৌঁছাতেই বাদশা এলেন বিষয়টা পরখ করতে। সমগ্র ইরানের অন্যতম জ্ঞানী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কেন খাবার মুখে না তুলে পকেটে ভরছেন তিনি তা জানতে চাইলেন।

শেখ সাদি হাসি মুখে বিনীতভাবে বাদশাকে জানালেন যে, তিনি প্রথমে একটি পুরানো জামা পরে দাওয়াত খেতে এসেছিলেন কিন্তু প্রহরীরা তাকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেয়নি। পরে তিনি যখন দামী ঝলমলে পোশাক পরে এসেছেন তখন তাকে প্রাসাদে স্বাগত জানানো হয়েছে। তাই শেখ সাদির ধারণা বাদশা তাকে নয় বরং তার পোশাককেই নিমন্ত্রণ করেছেন। আর তাই তিনি না খেয়ে তার পোশাককে খাওয়াচ্ছেন।

৪র্থ কিংবা ৫ম শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে শেখ সাদির এই গল্পটি আমি পড়েছিলাম। এই গল্পটি এখন মনে হওয়ার কারণ হচ্ছে সম্প্রতি পত্রপত্রিকা, ফেসবুকসহ প্রতিটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই আলোচনার বিষয় পোশাকের স্বাধীনতা। আমি পোশাক বিশেষজ্ঞ নই। তবে যেটুকু বুঝি তা হচ্ছে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশে পোশাকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পোশাক মানুষের রুচির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

কোন ভিক্ষুক টাইকোট পরে ভিক্ষা চাইলে আমরা নিশ্চয়ই তাকে ভিক্ষা দিব না। ভিক্ষা করার জন্য নির্দিষ্ট পোশাক রয়েছে। যেমন ভিক্ষুকের পোশাক হবে ছেঁড়া, ময়লা, গন্ধযুক্ত। আবার সেই ভিক্ষুকই যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে টাইকোট পড়ে, তবে সে জাতে উঠে যায়। ইউনিফর্ম পরা ছেলেমেয়ে দেখলে বোঝা যায় তারা ছাত্র-ছাত্রী। কথায় আছে, প্রথমে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারি। অর্থাৎ একজন মানুষকে বাইরের সাজসজ্জা পোশাক-আশাক দেখেই মানুষটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা হয়ে যায় মানুষটির সাথে আমাদের ব্যবহার কেমন হবে।

বেশ কিছুদিন যাবৎ একটি বিষয় আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। সম্প্রতি পোশাকের স্বাধীনতা বিষয়টি ভাইরাল হওয়ায় আমার মনে হলো আমার মনে ঘুরপাক খাওয়া বিষয়টি সহভাগিতা করার এখনই উপযুক্ত সময়।

উপাসনালয়ে আমাদের পোশাক কেমন হবে?

মুসলিম ভাইয়েরা মসজিদে কিংবা ঈদগাহে নামাজ পড়তে যান সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি ও সাদা টুপি পরে। যতবার মসজিদে যান অর্থাৎ দিনে পাঁচবার তারা পরিষ্কার পোশাক পড়ে নামাজ পড়তে যান। নামাজের আগে অজু করেন। বাড়িতে যেসব মা-বোনেরা নামাজ পড়েন তারা প্রতিবার ধোয়া-কাঁচা জামা-কাপড় পরেন। হিন্দু মা-বোনেরা প্রতিদিন সকালে বাড়িতে পূজা দেন স্নানের পর ধোয়া শাড়ি পরে। মন্দিরে পূজা দেন লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পরে।

আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি পোশাক বিক্রি হয় মুসলমানদের ঈদ উপলক্ষে, তারপর পূজায় এবং বড়দিন উপলক্ষে কিছু বিক্রি হয়।

এই যে ঈদে এবং পূজায় এত্ত পোশাক বিক্রি হয় এসব ঝলমলে রঙ্গিণ নতুন পোশাক কিন্তু মসজিদের ভেতরে কিংবা মন্দিরে পূজা দেয়ার সময় পড়া হয় না। হিন্দু-মুসলিম ভাই বোনেরা নামাজ অথবা পূজা শেষে এসব পোশাক পড়ে ঘুরতে বের হন। মুসলিমরা আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে, বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে যান। হিন্দু ভাই-বোনেরা যান বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে ঘুরতে, পূজা দিতে নয়।

আমরা খ্রিস্টানরা নতুন ঝলমলে দামি পোশাক কোথায় পড়ি? গির্জায়, এক কথায় গির্জায়। আমি নিজেও এর ব্যাতিক্রম নই। কারণ এই সংস্কৃতিতেই আমার বেড়ে ওঠা।

শুধুমাত্র রঙ্গিণ কিংবা দামিই নয়, কিছু কিছু মা-বোনের পোশাক এতটাই উদ্ভট যে বুঝার উপায় নেই এরা উপাসনালয়ে প্রার্থনা করতে এসেছেন নাকি ফ্যাশন-শোর প্রতিযোগিতায় এসেছেন। এসব পোশাক উপাসনালয়ের পবিত্রতা, গাম্ভীর্যতা, প্রার্থনার পরিবেশ এবং ভক্তদের মনোযোগ নষ্ট করে।

কিছুদিন আগে আমার এক শ্রদ্ধাভাজন বোন বলছিলেন, কোন এক গির্জায় তিনি একজন যুবতীকে দেখলে, যে কিনা পুরো পিঠ খোলা আর পেটের নাভি বের করা এক ব্লাউসের সাথে লেহেংগা পরে এসেছে। নিজের অজান্তে তার চোখ নাকি বার বার ওই যুবতীর খোলা পিঠে গিয়েই আটকে গেছে। যদি একজন মহিলারই এই অবস্থা হয় তবে গির্জায় উপস্থিত ভাইদের অবস্থা কি হবে? (যদিও শুনতে বিষয়টি খারাপ লাগছে।)

আমরা কেন গির্জায় যাই? সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি বিশ্ব পরাক্রম তাঁর সামনে আমাদের কিভাবে যাওয়া উচিত? পবিত্র, নম্র ও বিনীতভাবে। আমাদের এই সাজ-পোশাক কি আমাদের পবিত্রতা অথবা নম্রতাকে উপস্থাপন করে? আমরা নিজেরা তো প্রলোভনে পড়ে আছি, গির্জায় গিয়ে আরও অনেককে প্রলোভিত করছি। বিভিন্ন পর্ব কিংবা উৎসবে আমরা যখন দামী শাড়িটি পড়ে যাই তখন আমাদের মনে চিন্তা থাকে আমার চেয়ে দামী সুন্দর শাড়ি আর কেউ পরলো কিনা! তাই গির্জায় প্রার্থনায় মনোযোগ না দিয়ে আমরা নিজের এবং অন্যের বেশ-ভূষার দিকেই মনোযোগী হই।

বড়দিন-ইস্টার উপলক্ষে এখন প্রত্যেক ধর্মপল্লীতে, গ্রামে পুনর্মিলন অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এসব অনুষ্ঠানে ফ্যাশনেবল পোশাক পড়া কিংবা প্রয়োজন হলে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। যেখানে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ দামি এবং বাহারি পোশাকের প্রদর্শন করতে পারব। তবে গির্জার ভেতরে পিঠখোলা আর পেট-নাভি বের করা পোশাক কখনই শোভনীয় নয়। গির্জার পোশাক হওয়া উচিত শালিন, শোভন এবং মার্জিত॥

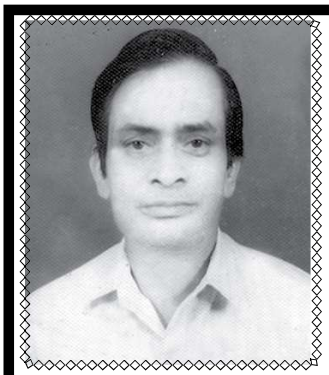

১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত গাব্রিয়েল টমাস পেরেরা

জন্ম : ২০ অক্টোবর, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ৯ অক্টোবর, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ

চড়াখোলা (ফড়িং বাড়ি)

তুমিলিয়া মিশন।

'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব
তবু আমারে দেব না ভুলিতে'

প্রাণপ্রিয় বাবা,

তোমার স্বর্গধামে যাত্রার আজ ষোলটি বছর পূর্ণ হলো। আমরা ভুলিনি তোমার মুখচ্ছবি-জীবনাচরণ, পারা যায়ও না ভুলতে। তুমিই তো আমাদের পৃথিবীর আলোর পথের দিশারী। যেথায় ছিল ঈশ্বরের অসীম ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা যেন আমরা পূর্ণ করতে পারি। এই প্রার্থনায়

তোমার সন্তানেরা ও
স্ত্রী: কর্পুলা পেরেরা

বিজ্ঞ/২৯৬/২২

নব জীবনের পথ-প্রদর্শিকা মা মারীয়া

জয় আন্তনী রোজারিও

যদিও গ্রামের নামটি বনপাড়া, কিন্তু আজকাল কোথাও দেখা মেলে না বনের। চারিদিকেই আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। সেই গ্রামের মেয়ে লাবণী ও তার একমাত্র ভাই জীবন। দু'জনেই স্থানীয় সেন্ট যোসেফ স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা করে। যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী।

লাবণী আজকাল মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত। যেখানে এ সময় নিজেকে নিয়ে চিন্তিত। সেখানে আবার পোহাতে হচ্ছে পারিবারিক যন্ত্রণা। সব কিছু ভালো ভাবেই চলছিল। গ্রামের সবাই সবচেয়ে সুখী পরিবার বলেই চিনতো তাদের । তাদের বাবা চাকরি করত মধ্যপ্রাচ্যে। কোন কিছুর অভাব ছিল না। তা নিয়ে অনেকের মনেই ছিল অসন্তুষ্টি। আজ তারাই বুঝি সব চেয়ে বেশি খুশি। 'করোনা ভাইরাস' তাদের কাল বয়ে এনেছে। করোনা ভাইরাসের কারণে বাবা আজ চাকরি হারিয়েছে। বাড়িতেই বেকার ভাবে জীবন যাপন করছে। এভাবে আর কতদিন? যা প্রতি নিয়তই লাবণীর বাবাকে মানসিকভাবে পীড়া দেয়। যা থেকে মুক্তি পেতেই বেছে নিয়েছে নেশার জীবন। সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা সেরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সারা দিনেও খোঁজ মেলে না। ফিরে আসে মধ্যরাতে পুরোদমে নেশায় বুদ্ হয়ে।

কে রাখে পরিবারের খবর? এসেই শুরু করে অশ্রাব্য গালিগালাজ। শুধু তা-ই নয়। রীতিমত তাদের উপর চালায় শারীরিক নির্যাতন। এতে কুলকিনারা খুঁজে না পেয়ে ভাইও শুরু করে নেশার জীবন। লাবণী আর কী করবে? মা'র দুঃখের কথাই বা কে শোনে? নাকের জল, চোখের জল এক করা ছাড়া তাদের কোনো গতি নেই। এ নিয়ে গ্রামের মানুষের কাছে অনেক কটু কথা শুনতে হয়। ব্যাপারটা শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। স্কুলের বন্ধু-বান্ধবীরাও তা জানে। তারাও স্কুলে গেলে দু'ভাইবোনকে নানান প্রশ্ন করে। যা শুনতে মোটেই তাদের ভালো লাগে না। তাই এক পর্যায়ে এসে বন্ধ করে দেয় স্কুলে যাওয়া। প্রথমত: সবাই ভেবেছে অসুস্থ, তাই। কিন্তু এভাবে তিন দিন পেরিয় গেল।

চতুর্থ দিনে সিস্টার ভেরোণিকা নিজেই তাদের বাড়িতে আসেন খোঁজ-খবর নিতে। যদিও জীবন বাড়িতে ছিল না, সিস্টার এসে লাবণী ও তার মা'র সাথে আলাপচারিতায় বসেন। সিস্টার লাবণী ও তার ভাইয়ের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়ার কারণ জানতে চান। মা ও মেয়ে সবই জানায়। সবকিছু শোনার পর তিনি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। সপ্তশোকের রাণী মা মারীয়ার কাছে জপমালা প্রার্থনা করতে। বললেন, "মা মারীয়াও অনেক কষ্ট ভোগ করেছেন। তাই, একমাত্র মা-ই পারেন এ কষ্ট লাঘব করতে। যাচ্না করলে তিনি তাঁর সন্তানদের কখনো ফিরিয়ে দেন না।" এরপর থেকে তারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় জপমালা প্রার্থনা করতে শুরু করে।

আজ তাদের বাবা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরেছে। এসেই পরিবারের সবাইকে ডাকতে শুরু করলো। সে বলে, সবার সাথে সে-ও জপমালা প্রার্থনা করবে। সবাই শুনে তো নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না। প্রার্থনা শেষে সবাই এক সাথে রাতের খাবারে যোগ দিল। কিন্তু কারো মুখেই কোন কথা নেই। তারা কেউই বুঝতে পারছিল না তাদের বাবার কী হয়েছে। হঠাৎ নিঃস্তব্ধতা ভেঙ্গে সে-ই সবার উদ্দেশে প্রশ্ন করে। জানতে চায়, সবাই আগামীকাল পর্বীয় খ্রিস্টযাগে যোগ দিচ্ছে কি-না। সে-ও যোগ দিবে। এ কথা শুনে সবাই তো খুশি। মনে মনে তারা মা মারীয়াকে ধন্যবাদ জানালো।

পরদিন সবাই একত্রে গির্জায় গেল। গিয়েই লাবণী এদিক-ওদিক তাকিয়ে সিস্টারকে খুঁজতে শুরু করলো। যে-ই দেখল সিস্টার গির্জার গেইট দিয়ে প্রবেশ করছে, সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে সিস্টারকে জড়িয়ে ধরে আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদতে লাগল। সে সিস্টারকে ধন্যবাদ জানালো। প্রত্যুত্তরে সিস্টার বললেন, তাকে নয় বরং মাকে ধন্যবাদ জানাতে। এবার লাবণী মায়ের পায়ের উপর হাত রেখে শপথ করলো। "মা, তুমি সত্যিই করুণাময়ী। তোমার কোন তুলনা হয় না। তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করব ও অন্যকে তা করতে শেখাবো।"

এসো বন্ধুরা, আমরাও প্রতি নিয়ত জপমালা প্রার্থনা করি ও অন্যদের অনুপ্রাণিত করি। তবেই ঘুচে যাবে সকল অশান্তি। গড়ে উঠবে এক খ্রিস্টীয় পরিবার ও সমাজ। কেননা, মা-ই 'নব-জীবনের পথ-প্রদর্শিকা।

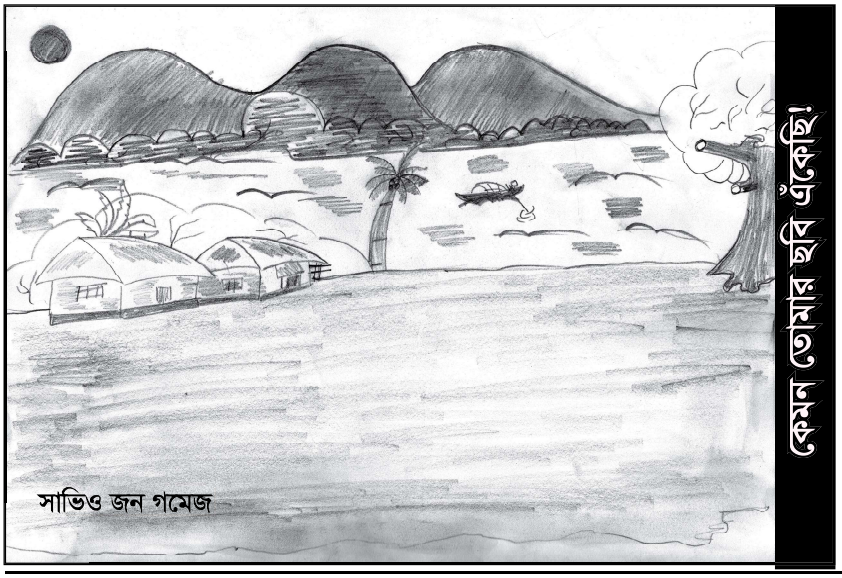

মাষ্টার মশাই

সপ্তর্ষি

মাষ্টর মশাই অন্ধকারে জীবনে হও তুমি
আলো পথে চলার এক নির্ভীক সহযাত্রী
তোমাকে অনুসরণ ক'রে সকল ছাত্র-ছাত্রী
হয়ে উঠে প্রতিভাবান এক নতুন কান্ডারী।

মাষ্টার মশাই তুমি জ্বালাও জ্ঞানের আলো
অশিক্ষার কালো অন্ধাকার জীবন আকাশে
জাতি গড়ার কাজে তুমি আদর্শবান ব্যক্তি
সেই পথ অনুসরণ ক'রে সকল ছাত্র-ছাত্রী।

জন্মের পরে শিশুর শিক্ষা পায় মায়ের সনে
অত:পরে শিক্ষা দেয় মাষ্টার মশাই অতি আদরে
নিজের আদর্শে শিক্ষা দিতে সদা থাকে রত
তাদের দেখলে ছাত্রের হয় যেন মাথা নত।

বদলে গেছে সময় বদলে গেছে শিক্ষা ব্যবস্থা
ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি বদলায়নি মাষ্টারের ভালবাসা
উদার মনে আর নি:স্বার্থভাবে শিক্ষা দাও তুমি
ছাত্র-ছাত্রী যেন হয়ে উঠে ভবিষৎ সু-নাগরিক।

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পুণ্যপিতার অক্টোবর মাসের প্রার্থনার উদ্দেশ্য

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পোপ মহোদয় অক্টোবর মাসের প্রার্থনার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। আর তা হলো - সকলের জন্য উন্মুক্ত এক খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্য। এক ভিডিও বার্তার শুরুতে তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, সিনড্ বলতে কি বোঝায়? সিনড্রের গ্রীক শব্দটিকে ব্যাখা করে বলেন, সিনড্ মানে একসাথে একপথে চলা। তৃতীয় সহস্রাব্দে ঈশ্বর মণ্ডলীর কাছে প্রত্যাশা করছেন, মণ্ডলী যেন পুনরায় এ সচেতনতা আনতে পারে যে, মণ্ডলী হচ্ছে ঈশ্বরের লোক যারা একসাথে একপথে যাত্রা করে। পোপ মহোদয় বলতে থাকেন, সিনোডাল প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী শ্রবণরত; যা তথাকথিত শোনা থেকে উর্ধ্বে। বৈচিত্র্যতার মধ্যে পরস্পরকে শুনতে এবং যারা মণ্ডলীর বাইরে আছে তাদের প্রতি উন্মুক্ত থাকতে এই শ্রবণ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। সিনড্ মানে মতামত সংগ্রহ নয়, বা সংসদের মতো অধিবেশন নয়। তা জরিপও নয়, বরং সিনড্ হলো পবিত্র আত্মাকে শ্রবণ ও প্রার্থনা করা। প্রার্থনা ছাড়া কোন সিনড্ হতে পারে না। দু'মিনিটের ভিডিও বার্তায় পোপ মহোদয় আহ্বান রাখেন, আমরা যেন পরস্পরের নিকটের মণ্ডলী হয়ে ওঠার বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করি, যে নৈকট্য ঈশ্বরের বিশেষ একটি স্টাইল।

এসো আমরা প্রার্থনা করি, মণ্ডলী যেন বিশ্বস্ততা ও সাহসের সঙ্গে মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করতে পারে; মণ্ডলী যেন এমন মিলন-সমাজ হয়ে ওঠে যেখানে থাকবে পরস্পরের প্রতি একাত্মতা, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এবং একে অন্যকে গ্রহণ করার উদারতা এবং যেখানে থাকবে 'একসাথে পথচলা'র পরিবেশ।

পুতিনকে যুদ্ধ বন্ধের আর জেলেনস্কিকে শান্তি আহ্বানে উন্মুক্ত হতে পোপ মহোদয়ের আহ্বান

গত রবিবার দূত সংবাদ প্রার্থনার পরে ভক্তজনগণের উদ্দেশে উপদেশের পুরোটা জুড়েই ছিল ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ নিয়ে পোপ মহোদয়ের কথা। ইউক্রেন যুদ্ধে পারমানবিক বোমা হামলার হুমকি ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং একই সাথে যুদ্ধ বন্ধের ত্বরিৎ ঘোষণা চান। প্রতিটি দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতি সম্মান জানানোর আহ্বান জানান। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, যুদ্ধের কারণে রক্তবন্যা বয়ে চলেছে। জীবন হারিয়েছে হাজার হাজার আর গৃহহারা ও উদ্বাস্তু হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এমনিভাবে যুদ্ধ অব্যাহত থাকলে সমগ্র পৃথিবীই ক্ষত-বিক্ষত হবে। তাই শিঘ্রই যুদ্ধের অবসান হওয়া উচিত। সাত মাস চলমান এ যুদ্ধের ভয়াবহতা আমরা টের পাচ্ছি। এই ভয়ানক ট্রাজেডির অবসান ঘটাতে আসুন আমরা সকল কূটনৈতিক উপায় যা এখনো ব্যবহার হয়নি তা ব্যবহার করি। মনে রাখি, যুদ্ধ নিজেই একটি ভয়ানক ত্রুটি যার ফল ভয়াবহ। প্রথমত ও প্রধানত আমি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে তার নিজের জনগণের স্বার্থে সহিংসতা এবং মৃত্যুর এই সর্পিল পথ বন্ধ করতে জোর আবেদন জানাচ্ছি এবং ইউক্রেনের জনগণের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে শান্তির জন্য যথাযথ ও জোর প্রস্তাবের প্রতি উন্মুক্ত হতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির প্রতি আবেদন রাখছি।

ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত ঃ ১৯৬০ খ্রীঃ রেজি.নং-৮/১০-১০-১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ ও ৪২/৩-১২-২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ

ফাদার লিউ জে. সালিভ্যান (সি.এস.সি) ভবন, ধরেন্ডা মিশন, ডাকঘর ঃ সাভার, জেলা ঃ ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৮৭৭-৫৮৬৭১, ০১৮৭৭-৭৫৮৬৮১

ই-মেইল: dcccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইট: www.dcccul.com

৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৮ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০টায় ক্রেডিট ইউনিয়নের "৩৪ তম (রেজিষ্ট্রেশনোত্তর) বার্ষিক সাধারণ সভা" অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য'কে যথাসময়ে নিজ নিজ সদস্য বহি/সদস্য আইডি কার্ড ও বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ উপস্থিত থাকার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

উজ্জ্বল শিমন রোজারিও
প্রেসিডেন্ট, ব্যবস্থাপনা কমিটি
ডিসিসিসিইউএলটিডি

বিকাশ পলিনুস কোড়াইয়া
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি
ডিসিসিসিইউএলটিডি

বিজ্ঞ/২৯৫/২২

আমেরিকার নিউজার্সি শহরে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ৪৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

নিউ জার্সিতে টি এ গাঙ্গুলীর ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

জেম্‌স আদিঃ গত ৩ সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের জার্জি সিটির মাউন্ট কার্মেল চার্চে ঈশ্বর সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ৪৫ তম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার স্ট্যানলী গমেজ (আদি)। খ্রিস্টযাগের শুরুতে ছোট মেয়েরা আরতী ও ছেলেরা ফুল ও মোমবাতি নিয়ে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ছবির সামনে ভক্তি প্রদর্শন করে। অপু গাঙ্গুলী ও তার গানের দলের ভক্তিপূর্ণ গান দিয়ে খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার প্রথমে ছোটদের জন্যে ইংরেজিতে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর পরিচয় এবং তার জীবনী তুলে ধরেন। সেই সাথে আমেরিকাতে তার শিক্ষা-জীবন ও বাংলাদেশে তার শিক্ষকতার কথা উল্লেখ করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর কাছে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেন। এরপর ফাদার বাংলায় উপদেশে বলেন আর্চবিশপ গাঙ্গুলী কেন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক থেকে হলিক্রশ সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছিলেন। ঢাকা মহা-ধর্শপ্রদেশের প্রথম বাঙালী আর্চবিশপ হয়ে কাজ করতে যে সুবিধা, অসুবিধা এবং যে সব বেগগুলো পেতে হয়েছিল তা তিনি উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য এ খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর বিশপীয় লাল কাজড়টি স্পর্শ করার সুযোগ পান।

খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার স্ট্যানলী অপু গাঙ্গুলী ও তার গানের দলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। খ্রিস্টযাগের অন্যান্য সকল ব্যবস্থাপনার জন্য রাণী গমেজ ও অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ভক্তিপূর্ণ ও মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠানটি সমাপ্তি হয়। ফাদার স্ট্যানলী যাজক হবার পর থেকে দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে নিউ জার্সিতে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর খ্রিস্টযাগ বরাবর উৎসর্গ করে যাচ্ছেন।

বেগুনবাড়ীতে মহাদূত গাব্রিয়েলের তীর্থোৎসব

মহাদূত গাব্রিয়েলের তীর্থোৎসব বেগুনবাড়ী, রহনপুর

ডেনিস তপ্নঃ বিগত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ বৃহস্পতিবার রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের সেক্রেট হার্ট ধর্মপল্লী বেণীদুয়ার-এর অন্তর্ভুক্ত উপকেন্দ্র বেগুনবাড়ীতে মহাদূত মাইকেল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েলের পর্বদিনে পর্ব উদ্‌যাপনসহ বিশেষভাবে মহাদূত গাব্রিয়েলের তীর্থোৎসব পালন করা হয়। তীর্থের পূর্বে বেগুনবাড়ী উপকেন্দ্রে নয়দিন ব্যাপী মহাদূত গাব্রিয়েলের নভেনা-প্রার্থনা চলে। স্থানীয় খ্রিস্টভক্তবৃন্দ কেন্দ্রের সাথে যুক্ত থেকে ও যোগাযোগ রেখে এই তীর্থোৎসবের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনসহ অন্যান্য উপাসনিক, সামাজিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। প্রস্তুতিকর্মে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল প্রশংসনীয়।

এবারের বেদীমঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছিল বাইরে পাশেই স্থাপন করা হয়েছিল মহাদূত গাব্রিয়েলের প্রতিকৃতি। তীর্থ-খ্রিস্টযাগ শুরুর পূর্বে সামান্য প্রতিকূল আবাহাওয় থাকলেও দু'হাজারের মত ভক্তিপ্রাণ তীর্থযাত্রী সমবেত হয়েছিল ২৯ সেপ্টেম্বর তীর্থের খ্রিস্টযাগে অংশ গ্রহণ করতে। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বেণীদুয়ার ধর্মপল্লীর সহকারী পাল পুরোহিত ফাদার প্যাট্রিক গমেজ এবং সহার্পিত যাজক ছিলেন ফাদার আশীষ। উপদেশে ফাদার প্যাট্রিক গমেজ মহাদূত গাব্রিয়েলের কথা সহভাগিতা করেন। তাঁর কাজ তিনি কিভাবে আমাদের সাহায্য করেন এ সকল বিষয় তিনি সুন্দরভাবে সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের পরপরই যাজক ও অন্যান্য সবাই মহাদূত গাব্রিয়েলের প্রতিকৃতির সামনে নীববে প্রার্থনা করে, শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করে। সবশেষে ফাদার প্যাট্রিক গমেজ ব্যক্তিগতভাবে এবং গোটা ধর্মপল্লীর নামে সবাইকে পর্বীয় শুভেচ্ছা জানান এবং কেন্দ্রিয় ও অন্যান্য উপ-কমিটির সবাইকে ধন্যবাদ জানান। ধন্যবাদ জানান ওয়ার্ল্ড ভিশন ধামইরহাট এপি'র ম্যানেজার ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে। জনগণের ব্যবস্থাপনায় তীর্থযাত্রীদের জন্য আহারের আয়োজন করা হয়েছিল।

লূর্দের রাণী মারীয়া ধর্মপল্লী, বনপাড়াতে 'সেবক সেমিনার ও আনন্দ ভ্রমণ'

হৃদয় পিউরীফিকেশনঃ গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার লূর্দের রাণী মারীয়া ধর্মপল্লীতে সেবকদের নিয়ে "সেবক সেমিনার ও আনন্দ ভ্রমণ" অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০:৩০ মিনিটে ধর্মপল্লীর ১৭জন সেবকদের নিয়ে ধর্মপল্লীর পুরাতন গির্জা ঘরে

সেবক সেমিনারের একাংশ, বনপাড়া

সেবকের দায়িত্ব, উপাসানা দ্রব্যাদির পরিচয়, খ্রিস্টযাগের সময় সেবকদের আচার-আচরণ বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ দেন ফাদার পিউস গমেজ। তিনি অত্যন্ত সুন্দর, সহজ ও সাবলীল ভাষায় সেবকদের ক্লাস দেন। ক্লাস শেষে ফাদার পিউস গমেজে সেবকদের নিয়ে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। ফাদার তার উপদেশ বাণীতে বলেন, সাধু জেরোমের মত আমাদের খ্রিস্ট যিশুর প্রতি ভালবাসা থাকতে হবে এবং তার মত হয়ে উঠতে হবে। তিনি সেবকদের ভাল মানুষ হবার জন্য আহ্বান করেন। খ্রিস্টযাগের পরে দুপুরের আহার গ্রহণ করে সকলে মিলে এক সাথে আনন্দ ভ্রমণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

স্বপন পিউরীফিকেশন: ২ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ মথুরাপুর ধর্মপল্লীর উদ্যোগে "সিনোডাল মণ্ডলীতে শিশুরা: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণদায়িত্ব" মূলসুরের উপর ভিত্তি করে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে বিভিন্ন গ্রাম হতে শিশুমঙ্গল এনিমেটরসহ ১৫৫ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। প্রোগ্রাম শুরু হয় শ্লোগানসহ শোভাযাত্রা সহযোগে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ধর্মপল্লীর পালক ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী এবং সহার্পিত যাজক ছিলেন সহকারী পালক ফাদার স্বপন মার্টিন পিউরীফিকেশন ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় পিএমএস-এর পরিচালক ফাদার পিউস নিকো গমেজ। পৌরহিত্যকারী ফাদার সহভাগিতায় বলেন, আমাদের সবাইকে সৎ ও বিশ্বস্থ হতে হবে এবং সহজ-সরল হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে। মূলভাবের উপর সহভাগিতায় ফাদার পিউস বলেন, আমাদের হতে হবে নম্র ও শিশু যিশুর ন্যায়। খ্রিস্টমণ্ডলীতে শিশুদের দায়িত্ব হলো ছোট ছোট হাত দিয়ে মিলিতভাবে বড় সেবাকাজ সমাধা করা এবং ব্রতীয় জীবনে প্রবেশ করে খ্রিস্টমণ্ডলীতে সেবা করা। এছাড়াও সহভাগিতা করেন শিশুমঙ্গল এনিমেটর ফিলোমিনা পালমা (লে সিস্টার), ধর্মপল্লীর শিশুমঙ্গল সংঘের পরিচালিকা সিস্টার মেরী অর্চণা এসএমআরএ এবং ফাদার স্বপন। এরপর শ্রেণিভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী ও দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

সঙ্গীতজ্ঞ সমর দাসের ২১তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

প্রয়াত সমর দাসের ২১তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা: গভীর ভক্তি ও ভালোবাসায় পালন করা হলো সুরস্রষ্টা ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সমর দাসের ২১তম মৃত্যুবার্ষিকী। ২৫ সেপ্টেম্বর তার মৃত্যুবার্ষিকী হলেও ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা ক্রেডিটের বিকে গুড হলে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন সাংস্কৃতিক শাখা প্রয়াত সমর দাসের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে।

এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন সাংস্কৃতিক শাখার সভাপতি খ্রীষ্টফার পল্লব গমেজ, প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের সভাপতি ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নির্মল রোজারিও, বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মচারী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও শব্দ সৈনিক মুক্তিযোদ্ধা মনোয়ার হোসেন, সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক ও খ্রীষ্টিয় যোগাযোগ কেন্দ্রের প্রাক্তন পরিচালক ফাদার কমল কোড়াইয়া, গীতিকার ও সুরকার লিটন অধিকারী রিন্টু, সুরকার ও সংগীত শিল্পী আলফন্স পঙ্কজ গমেজ, সংগীত শিল্পী অনিমা মুক্তি গমেজ ও সমর দাসের নাত জামাই রাজু হালদার। নির্মল রোজারিও সমর দাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, 'সমর দাস শুধু খ্রিস্টানদের জন্য নয়, তিনি গোটা জাতির গৌরবের একজন সুরকার ও সংগীত শিল্পী ছিলেন।' তিনি উল্লখ করেন সমর দাসের কর্মকাণ্ড তার জীবনের চেয়ে বড়ো। সমর দাস মানে একটি চেতনার ও প্রেরণার নাম। এরপর খ্রীষ্টফার পল্লব গমেজ সমর দাসের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন ও তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।'

অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রধান সঙ্গীত পরিচালক সমর দাসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্বালন। প্রচার করা হয় সমর দাসের স্ত্রী দীপিকা দাস, সন্তান পিউ দাস ও পৃথু দাসের ভিডিও বার্তা।

অনুষ্ঠানে তেজগাঁও চার্চ কয়্যার সমর দাসের সুর করা দলীয় সংগীত পরিবেশন করে, দলীয় নৃত্য পরিবেশন করে দীপ্ত নৃত্যকলা একাডেমী ও আচিক একাডেমী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন সাংস্কৃতিক শাখার সেক্রেটারি রিচার্ড অধিকারী।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সমর দাসের ছেলে ছোটন দাস ও তার স্ত্রী, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন সাংস্কৃতিক শাখার নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন রোজমেরী জয়ধর করবী।

অনন্ত রাজ্যে গমনের তৃতীয় বছর

তুমি আজ ঈশ্বরের রাজ্যে পরমানন্দে রয়েছ। তিনটি বছর পেরিয়ে গেল আর আমরা জাগতিক পৃথিবীতে রয়েছি তুমি বিনা বিষাদময়তায়। ঈশ্বরের কী অপার ইচ্ছে, তাঁর বাগানের প্রয়োজনে তোমাকে কতটা ভালোবেসে তুলে নিয়ে গেলেন বয়োজ্যেষ্ঠতার পূর্বেই। তুমি ছিলে ধার্মিকতায় ও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আমার সহধর্মীনি, সন্তানের মা, পাড়া প্রতিবেশি'র স্বজন। তোমার সকল পরিজন তোমার বিয়োগব্যথায় এখনও প্রতিনিয়ত কাতর চিত্তে অশ্রুজলে ভাসিয়ে দেয় দুই নয়ন। তোমার অকাল বিয়োগব্যথায় আমরা বুকভরা বেদনা নিয়ে দিনাতিপাত করে চলেছি। তুমি চলে গেলেও তোমার গড়া সংসারের প্রতিটি স্তরে স্মৃতির পরশগুলো এখনও যে দিব্যমান। তোমার মায়াবী হাসির মুখচ্ছবি এখনও খুঁজে পাই সন্তানের মুখাবয়বে।

আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনায় তুমি রয়েছ এবং থাকবে অনন্তকাল। আজ তোমার তৃতীয় চিরবিদায় বার্ষিকীতে তোমার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। তুমি স্বর্গরাজ্য থেকে আমাদের প্রতি প্রভুর বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করো যেন এই শোক সইবার শক্তি পাই এবং সন্তান, পরিজন ও তোমার স্মৃতি নিয়ে দিনগুলো অতিক্রম করে একদিন আমরাও স্বর্গবাসী হতে পারি।

প্রয়াত স্বপ্না ম্যাগডেলিন পেরেরা
জন্ম : ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
যাকোব মাষ্টার বাড়ী, পুরান তুইতাল
তাসুল্লা, বাংলাবাজার, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

শোকার্তচিত্তে তোমারই আপনজন

স্বামী	:	জর্জ রঞ্জিত পেরেরা
মেয়ে	:	প্রথমা পেরেরা
বড় ছেলে	:	প্রয়াস পেরেরা
ছোট ছেলে	:	প্রতাপ পেরেরা
ভাই	:	ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ ও শোকাহত আত্মীয়-স্বজন

বিজ্ঞ/২৯২/২২

"তুমি রবে নিরবে হৃদয়ে মম"

লরেন্স পেরেরা
জন্ম: ১০ অক্টোবর, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

মেরী করুনা পেরেরা
জন্ম: ৮ আগস্ট, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৭ অক্টোবর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

নদীর বহমান স্রোতের মত আবারও ফিরে এলো **বাবা** এবং **মা** তোমাদের চলে যাওয়ার ১১ বছর ও ৯ বছর। তোমরা ছিলে সদা হাস্যময়, সহজ সরল, ধর্মানুরাগী। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তোমাদের কথা মনে পড়ে। কখনও তোমাদের ভুলতে পারিনি। তোমাদের এই বিদায় বেলা মনে করিয়ে দেয় তোমাদের প্রিয় মুখটি। আমরা বিশ্বাস করি, তোমরা স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করছ। তাইতো সকল বিপদ আপদে আমরা সবাই হাসিমুখে জয় করার শক্তি পাচ্ছি। এভাবেই আমাদের চারপাশে থেকো এ প্রার্থনা করি । ঈশ্বর তোমাদের আত্মার চির শান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,
ছেলে: ডেভিড চার্লস পেরেরা ও জেমস অনল পেরেরা
মেয়ে: আলো পেরেরা ও লিন্ডা পেরেরা
মেয়ে জামাই: ম্যাক্সিমুস দুলাল গমেজ
বৌমা: ইভা রিবেরু ও মর্গারেট পেরেরা
নাতি: অনিন্দ্য লরেন্স পেরেরা ও ম্যাক্স পেরেরা
নাতনি: ইশিতা রোজারিও, সেতু রোজারিও, আভা গমেজ, মৃদু পেরেরা, মানিষা পেরেরা, রীভা গমেজ, গ্রেস পেরেরা
২৭/৩ নিউ চাষাঢ়া, নারায়নগঞ্জ।

বিজ্ঞ/২৯৫/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
THE WEEKLY PRATIBESHI
ISSUE-37
❖ বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-৩৭
Regd. No. DA-33
❖ 9 - 15 October, 2022, ২৪-৩০ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ফাতেমা রাণীর তীর্থে নিমন্ত্রণ

সম্মানিত সুধী,

সকলের প্রতি রইল বারমারী ফাতেমা রাণীর তীর্থস্থান থেকে খ্রিস্টীয় প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আসছে ২৭-২৮ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারমারী ধর্মপল্লীতে ফাতেমা রাণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব জাঁকজমক সহকারে উদ্‌যাপন করা হবে। এবছরের মূলসুর: "মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ কর্মে ফাতেমা রাণী মা মারীয়া"।

আপনারা যারা পর্বকর্তা হতে চান, মিশার উদ্দেশ্য দিতে চান অথবা তীর্থস্থানের উন্নয়নের জন্য অনুদান পাঠাতে চান তারা দয়া করে নিম্নে দেওয়া মোবাইল নাম্বারগুলিতে যোগাযোগ করতে পারেন। এই নাম্বারগুলি বিকাশ নাম্বার হিসাবেও ব্যবহৃত, আপনারা এই নাম্বারগুলিতেও আপনাদের অনুদান পাঠাতে পারেন। পর্বকর্তা সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা, মিশার উদ্দেশ্য সর্বনিম্ন ১৫০ টাকা।

মা মারীয়ার আশীর্বাদ লাভে আপনি/আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত।

অনুষ্ঠানসূচী

অক্টোবর ২৭, ২০২২	অক্টোবর ২৮, ২০২২
পাপস্বীকার: বিকাল ৩টায়	জীবন্ত ক্রুশের পথ: সকাল ৮টায়
পবিত্র খ্রিস্টযাগ: বিকাল ৫টায়	মহাখ্রিস্টযাগ: সকাল ১০টায়
জপমালার আলোর শোভাযাত্রা: সন্ধ্যা ৮টায়	
সাক্রামেন্তের আরাধনা ও নিরাময় অনুষ্ঠান: রাত ১১টায়	
নিশি জাগরণ: ১২:৩০ মিনিটে	

খ্রিস্টেতে,

ফাদার তরুণ বনোয়ারী (সমন্বয়কারী)
বারমারী ফাতেমা রাণী তীর্থ কার্যকারী কমিটি
মোবাইল : ০১৯১৬-৪২৪৪৩৮ বিকাশ (ব্যক্তিগত);
ফাদার নরবার্ট গমেজ : ০১৬১৮-৩৪৩৬২৭ বিকাশ (ব্যক্তিগত)

বিজ্ঞ/২৮৯/২২

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	বুক্‌ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো		৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো		২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো		১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো		১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো		৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org